RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৭ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ জুন - ২০ জুন, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 37, Cooch Behar, Friday, 7 June - 20 June, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

কোচবিহারে পরাজিত হলেন বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লড়াই চলছিল সেয়ানে-সেয়ানে। অবশেষে শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূলের কোচবিহার লোকসভা এসনেট প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। পরাজিত হলেন বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া নিশীথকে পরাজিত করেছেন। পরাজয়ের পর গণনাকেন্দ্র থেকে কার্যত উধাও হয়ে যান নিশীথ। পরে জানা যায় তিনি ভেটাগুড়ির বাড়িতে চলে গিয়েছেন। রাতভর সেখানে থেকে পরের দিন সকালে দিল্লির উড়ান ধরেন তিনি। কিন্তু তিনি কাউকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। মনে করা হচ্ছে, মন্ত্রী থাকার কারণে দিল্লিতে সরকারি বাসভবন পেয়েছিলেন নিশীথ। এখন সব ছেড়ে দিতে হবে। সে সংক্রান্ত কাজেই তিনি সেখানে গিয়েছেন। নিশীথের এই হার বিজেপির কেউ মেনে নিতে পাচ্ছে না। বিজেপির সমস্ত নেতার ধারণা ছিল, অল্প ভোটে হলেও কোচবিহার আসনে জয়ী হবেন নিশীথ। নিশীথ দাবি করেছিলেন, তিনি লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হবেন। তার কোনওটি হয়নি। জয়ের পর জগদীশের অবশ্য হাসিমুখ। জগদীশ বলেন, "এই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। কারণ মানুষ বিজেপির ভূমিকায় তিতিবিরক্ত। এখানে বিজেপি যাকে প্রার্থী করেছেন তিনি একজন অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে বহু মামলা রয়েছে। জেলার মানুষ তাঁকে কোনও কাজে পাননি। জেলার কোনও উন্নয়নও করেননি তিনি।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "নানাভাবে আমাদের পরাজিত করতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সে সব মানুষ বুঝতে পেরেছে। তার জবাবও দিয়েছে। কোচবিহার দিয়েই উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করা হল।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "এই জয় মানুষের জয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়।" প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "কোচবিহার এবারে আরও অনেক এগিয়ে যাবে।"

এদিকে নিশীথের পরাজয় নিয়ে বিজেপির অন্দরে নিয়ে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হারের কারণ বিশ্লেষণে জেলা পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করে বিজেপি। নিশীথ অবশ্য ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওই মিটিংয়ের আদৌও গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "পরাজয় আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ফল আমরা আশা করিনি। একমাত্র আমার বিধানসভায় (কোচবিহার উত্তর) বিধানসভা ভোটের থেকে লিড বাড়িয়েছি আমি। আর প্রত্যেকটি বিধানসভায় ভোট কমেছে। সে সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সে সব খামতি মিটিয়ে আগামীদিনে আমরা এগিয়ে যাব।"

নিশীথের একসময় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তাঁর দাপুটে মনোভাব দলের নজরে পড়ে। তার পর যুব তৃণমূলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের আগে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে নিশীথকে বহিস্কার করে তৃণমূল। তার পরেই তিনি মুকুল রায়ের হাত ধরে দিল্লি চলে যান। সেখানে বিজেপিতে যোগ দেন। দল ২০১৯ সালেই তাঁকে কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী করে। সেবারে তৃণমূল প্রার্থীকে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে দেয় বিজেপির প্রার্থী নিশীথ। এরপর থেকে দলে তাঁর প্রভাব ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। ২০২১ সালের নির্বাচনেও দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের দাপুটে নেতা উদয়ন গুহকে ৫৭ ভোটে পরাজিত করেন নিশীথ। পরে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দল নিশীথকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়। জেড প্লাস নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে জেলায় ভোট প্রচার করেছেন নিশীথ। প্রচারে রাজ্যের শাসক দলকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। পোস্টার-ব্যানার দিয়ে গোটা কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র ছয়লাপ করে দেন। ফল ঘোষণার দু'দিন আগেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি করেন, এবারে অন্ততপক্ষে এক লক্ষ ভোটে জয়ী হবেন তিনি। জানিয়েছিলেন, গণনা শুরুর প্রথম তিন রাউন্ড পিছিয়ে থাকবেন। কারণ, ওই সময় তৃণমূলের কিছু শক্তঘাঁটিতে গণনা হবে। এরপর থেকেই এগোতে শুরু করবেন। সে মতো দুপুর বারোটা নাগাদ তিন রাউন্ড গণনার মধ্যেই গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন নিশীথ। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। কারণ রাউন্ড যত বেড়েছে তত ব্যবধান বেড়েছে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশের। বিকেল ৫ টা নাগাদ গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে চলে যান নিশীথ।

দলের একটি বড় অংশ মনে করছে, ২০১৯ সালের তুলনায় তৃণমূল এবারে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ ছিল। জগদীশ সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক। দীর্ঘসময় ধরে ভোটে লড়লেও তাঁর হারের রেকর্ড নেই। উল্টোদিকে নিশীথের ব্যবহার নিয়ে বিজেপির অন্দরেই তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। নিশীথ দলের নির্দিষ্ট কিছু নেতা-কর্মীকে প্রচারের দায়িত্ব দেন। বাকিরা তা নিয়ে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রচারেও নিশীথ তেমন ভাবে সময় দেননি। তার বাইরে গত পাঁচ বছরে জেলার জন্য কোনও কাজ করেননি। একটি স্পোর্টস হাব তৈরির ঘোষণা করলেও আদতে তা হয়নি। তারপরেও রাজবংশী ভাষা অষ্টম তফসিলের আওতায় আনা বা আধা সামরিক বাহিনী নারায়ণী রেজিমেন্ট তৈরির মতো প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। প্রতিশ্রুতি মতো তৈরি হয়নি বীর চিলা রায় বা পঞ্চানন বর্মার মূর্তিও। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজও নিশীথের বিরুদ্ধে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন। তার বাইরে একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা প্রকল্পের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রাখা নিয়েও মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এছাড়া লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারের উপরে খুশি ছিলেন অনেকেই। সব মিলিয়েই নিশীথের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "পরাজয় আমরা স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের কোথায় খামতি ছিল তা খতিয়ে দেখা হবে।"

কোচবিহার লোকসভার ফলাফল

জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া (তৃণমূল)- ৭৮৮৩৭৫
নিশীথ প্রামাণিক (বিজেপি)-৭৪৯১২৫
নীতীশ রায় (ফরওয়ার্ড ব্লক)-৩০২৬৭
পিয়া রায়চৌধুরী (কংগ্রেস)-১০৬৭৯
ব্যবধান-৩৯২৫০

বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফল

মাথাভাঙা বিধানসভা
তৃণমূল ৯৯৯৭৪
বিজেপি ১১০৬১২ (এগিয়ে)
ব্যবধান ১০৬৩৮

কোচবিহার উত্তর
তৃণমূল ১০৫৮৭০
বিজেপি ১২৩৮৫৯ (এগিয়ে)
ব্যবধান ১৭৯৮৯

কোচবিহার দক্ষিণ
তৃণমূল ৯৫০৯২ (এগিয়ে)
বিজেপি ৮৭৩৮৩
ব্যবধান ৭৭০৯

শীতলকুচি
তৃণমূল ১২৯৬৩৩ (এগিয়ে)
বিজেপি ১১৩৩৫৭
ব্যবধান ১৬২৭৬

সিতাই তৃণমূল ১২৮১৮৯ (এগিয়ে)
বিজেপি ৯৯৮১২
ব্যবধান ২৮,৩৭৭

দিনহাটা
তৃণমূল ১২৩০৭২ (এগিয়ে)
বিজেপি ১০৫০৫৮
ব্যবধান ১৮০১৪

নাটাবাড়ি
তৃণমূল ১০৩৯১৭
বিজেপি ১০৫০৬৩ (এগিয়ে)
ব্যবধান ১১৪৬

পরিবেশবান্ধব সিএনজি বাস চলবে কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে পরিবেশবান্ধব 'সিএনজি' বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে ভোটপর্ব মিটতেই 'সিএনজি' বাস চালানো শুরু হবে। ইতিমধ্যেই দুটো 'সিএনজি' বাস পৌঁছেছে। আরও ২৮ টি গাড়ি কেনা হয়েছে। সেগুলিও অল্প সময়ের মধ্যে কোচবিহারে পৌঁছাবে। নিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে কলকাতা-শিলিগুড়ি বাস চালানো হবে। ওই গাড়িতে একদিকে পরিবেশ যেমন দূষণ কমবে, সেই সঙ্গে পেট্রোলচালিত গাড়ি থেকে খরচও হবে কম। তবে সিএনজি পাম্প উত্তরবঙ্গে হাতে গোনা তা নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তা রয়েছে। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, একটি ডিজেল চালিত বাসের মাসে কিলোমিটার প্রতি ২২ টাকা ৩৫ পয়সা। সেই একই দূরত্বে 'সিএনজি' বাস চলাচলে খরচ পড়বে ১৬ টাকা ৩৫ পয়সা। তাতে মাসে প্রতি কিলোমিটার ৬ টাকা করে সাশ্রয় হবে। তবে ডিজেল চালিত গাড়ির দামের তুলনায় সিএনজি বাসের দাম বেশি। একটি ডিজেল চালিত বাসের দাম ৪২ লক্ষ টাকা, সেখানে সিএনজি একটি বাসের দাম ৪৪ লক্ষ টাকা। তারপরেও সিএনজি বাসে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি লাভ হবে বলে মনে করছে নিগম। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, পুন্ডিবাড়ির দীঘাপুলে একটি সিএনজি পাম্প স্টেশন রয়েছে। একটি বাসে পাঁচটি সিলিন্ডার রয়েছে। তাতে একটি বাস ৪৫০ কিলোমিটার যাতায়াত করতে পারে। সিএনজি বাসের গতিবেগ

আর ডিজেল চালিত বাসের গতিবেগের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "সিএনজি বাস উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের মুকুটে একটি নতুন পালক।" চেয়ারম্যান আরও জানান, গ্যাস পুড়ানোর ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বেসরকারি নির্ভরশীল থাকলেও পরবর্তীতে 'ফিলিং স্টেশনে'র নিজস্ব পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাতটি জায়গা বেছে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই সাতটি স্টেশন গড়ে উঠলে সমস্যা তেমন আর থাকবে না। যোগাযোগের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে তো বটেই, উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বর্তমানে ৭৪২ টি বাস রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ বাস রাস্তায় চলাচল করে। তার প্রত্যেকটি গাড়ি ডিজেল পরিচালিত। সেই গাড়ির অনেকগুলিই বহু পুরনো। তাতে ওই গাড়িগুলি নিয়ে দূষণের অভিযোগ রয়েছে। সে সব আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, খুব দ্রুত আরও পাঁচটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাস (সিএনজি নয়) রাস্তায় নামবে।

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিলের দাবি ডিএসও'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিলের দাবিতে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভ দেখাল এআইডিএসও। শুক্রবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার শহরের অফিস থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি আসিফ আলম। তিনি বলেন, "এবারে পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে স্নাতক বর্ষে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে। চার বছরের কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হবে বলেই তা বাতিলের দাবি করা হয়েছে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে স্মারকলিপিও দিয়েছেন তারা। কোচবিহার স্টেশন চৌপথি থেকে বিবেকানন্দ স্ট্রিট হয়ে ডিএসও'র মিছিল পৌঁছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন এআইডিএসও কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ বসাক, জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলম। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলি থেকে প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হোন।

সিতাইয়ে প্রার্থী কে, চর্চা তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে সিতাইয়ের বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী কে হবে? তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবারে কোচবিহার লোকসভা আসনে ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছেন। তিনি বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে পরাজিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সিতাই বিধানসভা থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ওই আসনে পুনর্নির্বাচন হবে। সেক্ষেত্রে প্রার্থী কাকে করা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আসনটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। জগদীশ বলেন, "ওই বিধানসভায় কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। এই বিষয়ে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা চূড়ান্ত।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দল। যাকেই প্রার্থী করা হবে তাঁকে আমরা জয়ী করব।"

ধান বিক্রি করতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অনলাইনে আগাম বুকিং করেও সরকারি কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কৃষকরা। ক্ষুব্ধ কৃষকরা রাস্তায় কয়েক কেজি ধান ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখালেন। ২৭ মে সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটার গোবরাছড়ার রাজ্য সড়কে। প্রায় রাত ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত অবরোধ করেন কৃষকরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কৃষকদের অভিযোগ, বারো ঘন্টার বেশি সময় অপেক্ষার পরে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। খাদ্য সরবরাহ দফতরের কোচবিহার জেলা অধিকারিক সুমন পুরকায়স্থ বলেন, "সেখানে ধান কেনার তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরেরদিন কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হয়েছে। ধান কেনার তথ্য সঠিক সময় রাইস মিল কতৃপক্ষকে না জানানোতেই সমস্যা হয়।"

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলা জুড়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য বেশ কিছু সরকারি ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এর বাইরে সমবায় সমিতি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমেও ধান কেনা হচ্ছে। গোবরাছড়ায় বড় আটিয়াবাড়ি আঞ্চলিক কৃষি সমবায় সমিতির উদ্যোগে ধান কেনার ব্যবস্থা হয়। ওই সমিতির মাধ্যমে একটি রাইস মিল কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা। অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে ১৪ জন কৃষক ওই কেন্দ্রে ধান বিক্রি করার জন্য নিয়ে যান। কৃষকদের কয়েকজন বলেন, "সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান বিক্রি করার জন্য শিবিরে নিয়ে যাই। অথচ যাদের ধান কেনার কথা তারা ধান কিনতে আসেননি। অনলাইনে বুকিং করেছি আমরা। সে মতোই এ দিন আমাদের ধান বিক্রির দিন ধার্য হয়েছে। অথচ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেউ ধান কিনতে আসেনি। বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি।"

খাদ্য ও সরবরাহ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে এবারে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৭৯০ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ১০ হাজার টনের বেশি ধান কেনা হয়েছে। জুলাই মাসে পর্যন্ত ধান কেনা চলবে। এবারে কুইন্টাল প্রতি ধানের সহায়ক মূল্য ধরা হয়েছে ২১৮৩ টাকা। সেই সঙ্গে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাড়াবাবদ কুইন্টাল প্রতি আরও ২০ টাকা দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে সবমিলিয়ে কুইন্টাল প্রতি ২২০৩ টাকা পাবেন কৃষক। ওই টাকা ধান বিক্রির তিনদিনের মধ্যে কৃষকের একাউন্টে চলে যাবে বলে জানানো হয়েছে। তার পরেও ধান কেনা নিয়ে টালবাহানায় ক্ষোভ তৈরি হয়।

বিজেপির শক্তঘাঁটি কোচবিহারের মাতালহাট অঞ্চল এবার তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে কোচবিহারের মাতালহাট অঞ্চল বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই মনে করা হতো, তবে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের হারের পর কোচবিহার জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলেই দখল নিতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস আর এবার বিজেপির শক্ত ঘাঁটি মাতালহাট অঞ্চলেও দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটের ফলাফল বের হতেই কোচবিহার জেলায় ঝড়ের গতিতে শুরু হয়েছে শিবির বদল। ভেটাগুড়ি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার দিনহাটা-১ নং ব্লকের মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দিনহাটা-১ নং ব্লকের বিজেপি পরিচালিত মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানবেন্দ্র বর্মন সহ ১৫ জন পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সদস্য কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন ও দিনহাটা-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুধাংশু চন্দ্র রায়ের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আর এই এদিনের যোগদানের মধ্য দিয়ে ২২ আসন বিশিষ্ট মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্যই তৃণমূল কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত হলো। উল্লেখ্য ২২ আসন বিশিষ্ট মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৫ টি আসন জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করেছিল বিজেপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের পরাজয়ের পরেই ঝড়ের গতিতে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির পঞ্চায়েত সদস্যরা ফুল বদল করে তৃণমূল কংগ্রেসের আসতে শুরু করেছে।

গুজবে কান নয়, গণনা কেন্দ্রে থাকতে হবে শেষপর্যন্ত, নির্দেশ অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনের শেষদফার দিন হয় বুথ ফেরত সমীক্ষা। আর সেই সমীক্ষায় গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপির জয়জয়কার হবে বলে দাবি করা হয়। সেই সমীক্ষার ফলে কিছুটা হলেও মুষড়ে পড়ে রাজ্যের শাসকদল। তাই ভোট গণনার আগের দিন কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে অনলাইন মিটিং করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা ও ব্লকের নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন অভিষেক। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল থেকে তৃণমূলের বিভিন্ন হোয়াটস আপ গ্রুপে দলের তরফে একটি বার্তা দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে, বুথ ফেরত সমীক্ষায় কেউ নজর দেবেন না। তৃণমূল ৩০ থেকে ৩৪ টি আসনে জয়ী হবে রাজ্যে। কোচবিহার জেলাতেও তৃণমূল জয়ী হবে বলে সেখানে দাবি করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত জেলার নেতৃত্ব ও প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, লোকসভার প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়া থেকে শুরু করে দলের সমস্ত ব্লক সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণও বাড়ি থেকে অনলাইনে ওই মিটিংয়ে যোগ দেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গণনার দিন কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না তাই নিয়েই অভিষেক মূলত বার্তা দিয়েছেন। সেখানেই স্পষ্টত তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, বাইরের কোনও গুজবে কান দেওয়া যাবে না। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনা কেন্দ্রে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। কোন কোন পরিস্থিতিতে ইভিএম নিয়ে অভিযোগ করতে হবে বা ভিভিপ্যাট গণনার দাবি করতে হবে সে সংক্রান্ত বিষয়েও পরামর্শ দেন অভিষেক। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বলেন, "আগামী ৪ জুনের গণনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ। তিনি একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতোই কাজ হবে।" মন্ত্রী উদয়ন বলেন, "গণনার বিষয় নিয়ে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।" ৪ জুন মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভোট গণনা শুরু হবে। এদিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকাল ৬ টার মধ্যে সমস্ত কাউন্টিং এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে

উপস্থিত থাকতে হবে। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককে গণনাকেন্দ্রে থাকতে হবে। ১ জুন শনিবার শেষ দফার নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে বুথ ফেরত সমীক্ষা তুলে ধরা হয়। বেশিরভাগ সমীক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যে বিজেপিকে আসন সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ওই সমীক্ষা ঘোষণা হওয়ার পরে তৃণমূলের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়। সমীক্ষা দেখে যাতে কর্মীরা ঘাবড়ে না যায়, সে জন্য দলের তরফে বার্তা দেওয়া শুরু হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দেন। তৃণমূলই বেশি আসন পাবে বলে দলের তরফে দাবি করা হয়। এরপর এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিকেল ৫ টা নাগাদ দলের সমস্ত জেলা ও ব্লক নেতাদের নিয়ে অনলাইন বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের মাধ্যমেও তিনি সবাইকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল নেতৃত্ব এবারে যাই বলুন না কেন কি ফল হবে তা দেখিয়ে বুথ ফেরত সমীক্ষা।"

প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ, এবারে আমিষ খাবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার প্রস্তাবক ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে পরাজিত না করা পর্যন্ত আমিষ খাবেন না তিনি। সেই থেকে চলতে থাকে নিরামিষ। মঙ্গলবার ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। তাতে দেখা যায়, ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক। এরপরেই রবীন্দ্রনাথ জানান, তাঁর প্রতিজ্ঞা শেষ হয়েছে। গণনার তিনদিনের মাথায় 'মৎস্যমুখ' করবেন তিনি। তিনি বলেন, "বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত না করে আমিষ খাব না বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। এবারের নিয়ম মেনেই তা তুলে নেব। তিনদিন পর মৎস্যমুখ করব। প্রতিজ্ঞা সফল হওয়ায় খুশি হয়েছি।" জগদীশ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমার প্রস্তাবক ছিলেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করেছি। সেজন্য সফলতা মিলেছে।" জগদীশ বরাবর কোচবিহার জেলা রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২০১৯ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি ছিলেন। প্রায় বাইশ বছর ধরে কোচবিহার জেলার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পরেশ অধিকারীকে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক। তার পরেই দলের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে। পরে একাধিকবার জেলা সভাপতির পদে রদবদল হয়। বর্তমানে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি প্রবীণ-নবীন সব নেতাকে একছাতার তলায় নিয়ে এসে দলের দ্বন্দ্বে অনেকটাই রাশ টানতে সমর্থ হন। আর রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান। দলের দায়িত্বে না থাকলেও জেলা রাজনীতিতে তাঁর একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এবারে ২০১৯ সালের বদলা নিতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে নিশীথকে না হারানো পর্যন্ত নিরামিষ খাবেন বলে জানিয়ে দেন। সে মতো বাড়িতেও পাল্টে যায় রবীন্দ্রনাথের খাবারের মেনু। এবারে আবার রবীন্দ্রনাথের রান্নাঘরে ফিরতে শুরু করেছে মাংস-মাছ।

পঠন-পাঠন চালুর দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবিলম্বে সরকারি স্কুলে পঠন-পাঠন চালুর দাবিতে স্মারকলিপি দিল এআইডিএসও। ৩ জুন সোমবার কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষে দাবি করা হয়, এবারে প্রায় দেড় মাস গরমের ছুটি ছিল। তারপরে ৩ জুন স্কুল খুললেও পড়াশোনা শুরু হয়নি। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, প্রায় দেড় মাস গরমের ছুটির ছিল। দীর্ঘ সময় পঠন-পাঠন বন্ধ থাকার ৩ জুন থেকে বিদ্যালয় খুলে যায়। কিন্তু বিদ্যালয় খুলে গেলেও পঠন-পাঠন চালু হয়নি। ওইদিন থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাজির থাকলেও ১০ জুন থেকে পড়াশোনা চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ওই সংগঠন। তাদের আরও অভিযোগ, স্কুলগুলোতে পরিকাঠামোর অভাব, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবের সমস্যাও দ্রুত মেটানোর দাবি করা হয়। তা নিয়েই কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মন্ডলকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নেতৃত্বে দীর্ঘক্ষণ ডিআই আসিফ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে সরকারি স্কুল বন্ধ রেখে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। প্রায় দেড় মাস সরকারি স্কুল বন্ধ থাকার পর আজ ৩রা জুন স্কুল খুললেও ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন শুরু করা হোক। নইলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।"

কোনাচামটায় উদ্ধার সকেট বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই ব্লকের কোনাচামটায় উদ্ধার সকেট বোমা, ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার বিবরণে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ ওই এলাকার বাসিন্দা নারায়ন বর্মন বলেন, গত বুধবার রাত পৌনে একটা নাগাদ তার বাড়ির গেটের সামনে বাইকের শব্দ শুনে তিনি বাইরে বের হচ্ছিলেন সেই মুহূর্তে কেউ একজন বোমা ফাটায়। এরপর তিনি গেটের বাইরে বেরিয়ে এলে দেখেন ৩ টি বাইকে ৫ জন দুষ্কৃতী পালিয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি বাড়িতে চলে যান। তবে গতকাল সন্ধ্যায় তিনি ও এলাকার পাড়াপ্রতিবেশীরা দেখতে পান সংশ্লিষ্ট ওই এলাকায় রাস্তার পাশের ঝোপে একটি তাজা সকেট বোমা পড়ে আছে। খবর পেয়ে শুক্রবার সকাল ১১:৩০ মিনিট নাগাদ সিতাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকেট বোমাটি নিষ্ক্রিয় করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

গণনার আগের রাতে দলের হেফাজতে কাউন্টিং এজেন্টরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গণনা শুরু হওয়ার একদিন আগে দলের কাউন্টিং এজেন্টদের নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। ৪ জুন মঙ্গলবার ভোট গণনা। তার ঠিক আগের দিন ৩ জুন সোমবার কোচবিহারে কাউন্টিং এজেন্টদের প্রথমে পার্টি অফিসে নিয়ে আসে শাসক-বিরোধী প্রত্যেককেই। সেখানে বৈঠকের পর কাউকে হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, কাউকে ভবনে রাখা হয়। আবার আবার কাউকে পার্টি অফিসেই রাতে থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি দলের একটি অংশ মনে করছে, গণনা শুরু হওয়ার ঠিক আগে কাউন্টিং এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে বা প্রভাবিত করে গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হতে পারে। সে জন্যেই এই ব্যবস্থা। দলের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়, অনেক কাউন্টিং এজেন্টদের বাড়ি গণনা কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে। সকাল ৬ টার মধ্যে প্রত্যেককে গণনা কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সে কথা মাথায় রেখেই শহরেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল-সকাল স্নান, টিফিন সেরে একসঙ্গে প্রত্যেকে পৌঁছে যাবেন গণনা কেন্দ্রে। সেই সঙ্গেই গণনার দিন কি করতে হবে তা নিয়ে কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের আলোচনাও সেরে নিতে পারবেন জেলার শীর্ষ নেতারা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের তরফে কোচবিহার শহরে পাঁচটি জায়গা বুকিং করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হোটেল

রয়েছে, চারটি ভবন রয়েছে। সেখানে কাউন্টিং এজেন্টদের রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানসভা ধরে পনেরো জন করে কাউন্টিং এজেন্ট রাখা হবে। কোথাও যদি একজন অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে বিকল্প নামও রাখা হয়েছে। শুধু তাই শাসক-বিরোধী দুইপক্ষই একাধিক নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে দলের কর্মীদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে দুইপক্ষই চাইছেন, কাউন্টিং হলের ভেতরে যাতে তাঁদের শক্তি অটুট থাকে। কোনও বিষয় নিয়ে সন্দেহ হলে যাতে প্রশ্ন তুলতে পারেন কাউন্টিং এজেন্টরা। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "কাউন্টিং এজেন্টদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে যাতে সকাল সকাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণনা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন সে জন্য এক জায়গায় রাখা হচ্ছে।" বিজেপিও কোচবিহার শহরে একাধিক ভবন বুকিং করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবার কাউন্টিং এজেন্টদের পাহারা দেওয়ার জন্য রাতভর কর্মীরা থাকবেন সেই ভবনেই। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "কাউন্টিং এজেন্টদের একাধিক জায়গায় রাখা হয়েছে। তাঁদের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ে গণনা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন তাই ওই ব্যবস্থা।" বামেরা অবশ্য নিজেদের কাউন্টিং এজেন্ট পার্টি অফিসে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সিপিএমের থেকে যারা বাম প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট থাকবেন তাঁরা সেই অফিসেই রাত্রিযাপন করবেন। যারা ফরওয়ার্ড ব্লক দলের থেকে কাউন্টিং এজেন্ট থাকবেন তারা সেখানেই রাতে থাকবেন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নীতীশ রায় বলেন, "আমরা বরাবরই আগের রাতে কাউন্টিং এজেন্টদের পার্টি অফিসে রাখি। এটা নিজেদের সুবিধের জন্য করা হয়। আর তৃণমূল ও বিজেপিকে নিয়ে বিশ্বাসও নেই। তারা যে কোনও সমস্যা তৈরি করতে পারেন। তাই একদিন আগেই সবাইকে নিয়ে আসা হবে।"

ঝড়ে ফের ক্ষতি কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কোথাও গাছ উপড়ে পড়েছে। কোথাও নষ্ট হয়েছে কৃষি খেত। ২৯ মে ভোর রাতে ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হল কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রেমালের প্রভাবেই ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে কোচবিহারে। কয়েক মাস আগেও ঝড়ে ক্ষতির মুখে পড়েছিল কোচবিহার জেলার একাধিক এলাকা। এবারে সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা এলাকায়। দুটি মহকুমা মিলিয়ে কয়েকশো বাড়ি ভেঙে পড়েছে। খুঁটি উপড়ে পড়ায় একাধিক জায়গা বেশ কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎহীন ছিল। কোচবিহার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণের হিসেবও হয়েছে। তাতে কিছু বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছে। কিছু বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকেই ক্ষতিপূরণ পাবেন।" কোচবিহার জেলার উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল মান বলেন, "কৃষিতে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে এক-দুই জায়গায় সামান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে। তা দেখা হচ্ছে।"

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা, লোহাগাড়ি ও কামাতফুবাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা, নাককাটিগাছের পাশের গ্রাম দেওচড়াইয়ে ঝড়ের দাপট ছিল বেশি। কয়েকশো গাছ পড়ে যায়। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যায়। এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিনের ঝড়ে লোহাগাড়ির এলাকার দুইজন জখম হয়েছে। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও আরেকজন তুফানগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নাককাটিগাছের কার্জিপাড়া এলাকায় সোলার প্যানেলের খুঁটি ও দুইটি বড় গাছ রাস্তার উপরে ভেঙে পড়ে। বালাভুতগামী রাজ্য সড়কে বেশ কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে পরে। বুধবার বিকেল পর্যন্ত গাছ কাটার কাজ চলেছে। এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন, প্রায় একশো বাড়ি সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতি হয়েছে। আংশিক ক্ষতি হয়েছে কয়েক'শো বাড়ির।

দিনহাটা শহরের গোসানি রোড, মহরম মাঠের কাছে গাছ ভেঙে পড়েছে। বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। পুরসভার পক্ষ থেকে সেই গাছগুলি দ্রুত কাটার ব্যবস্থা করা হয়। ঝড়ের পর দিনহাটার সাহেবগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয়ে পড়ে। এদিন বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ ও আশপাশ এলাকায় বিদ্যুৎ না আসায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক বাড়ি কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অগ্নিকান্ডে পুড়ে গেল ৭ টি দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল কোচবিহারের ডোডেয়ারহাটের ছয়টি দোকান। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪ টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা দাউদাউ করে বাজারের কয়েকটি দোকান জ্বলতে দেখে দমকলে খবর দেয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তার আগেই অবশ্য দোকানগুলি পুড়ে যায়। তবে দমকলের জন্য আগুন আর ছড়াতে পারেনি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শট সার্কিট থেকে ওই আগুন লেগেছে। কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওই ঘটনার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা ব্লক নিচ্ছে।"

ডোডেয়ারহাট অনেক পুরনো বাজার। কয়েকশো দোকান রয়েছে। সকালে বাজার চালু হয়। রাত ৯টা থেকে দশটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, ওইদিন রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান তাঁরা। ভোর সকালে জানতে পারেন দোকানে আগুন লেগেছে। বাজারে পৌঁছে দেখেন সব পুড়ে গিয়েছে। কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত আচার্য ভোরেই পৌঁছে যান সেখানে। তিনি জানান, টেইলারিংয়ের একটি দোকান থেকে প্রথমে আগুন বেরোতে দেখা যায়। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাতে একটি সেলুন, জুয়েলারি সহ পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে। বাকি আরও দুটি দোকান আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

তিনি বলেন, "আচমকা বিপদের মধ্যে পড়েছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। খুব কষ্ট করে দোকান তৈরি করে সংসার চালাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রত্যেকের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত।" টেইলারিংয়ের দোকানের মালিক পরেশ মণ্ডল বলেন, "অনেক কষ্ট করে মেশিন কিনে দোকান দিয়েছি। দোকানে প্রচুর জিনিসপত্র ছিল। দুই লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। কি করে এখন চলব তা ভেবে পাচ্ছি না।" ওই বাজারে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা তৃণমূলের কোচবিহার-২ নম্বর ব্লক সভাপতি সজল সরকার এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সরকার। সজল বলেন, "আমরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রয়েছি।" দীপক বলেন, "ক্ষতিপূরণের দাবিতে আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি। কেন বার বার শট সার্কিটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে সেটাও খতিয়ে দেখার দাবি করা হয়েছে।" স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। ভোরের দিকে যখন বৃষ্টি থেমে যায় তখনই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতি হওয়া দোকানগুলি কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ফের দুর্ঘটনায় মোহনের মৃত্যু, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুর্ঘটনায় মোহনের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ৩১ শুক্রবার দুপুরে কোচবিহারে বাণেশ্বরে ওই ঘটনা ঘটে। বাণেশ্বরের শিবদিঘির কচ্ছপ মোহন নামে পরিচিত। অভিযোগ, এদিন দুটি মোহন কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়ক পার হয়ে আরেকদিকে যাচ্ছিল। সেই সময় মোহন রক্ষা কমিটির সদস্যরা দু'পাশের গাড়ি থামিয়ে দেয়। হঠাৎ একটি গাড়ি বেপারোয়া ভাবে দুটি মোহনকে পিষে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। ওই গাড়ির নম্বর ট্রাফিক পুলিশকে দিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে মোহন রক্ষা কমিটি। কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে, গতবছর পথ দুর্ঘটনা অসুস্থ হয়ে ৬১ টি মোহনের মৃত্যু হয়েছিল। এবারেও দুর্ঘটনায় একাধিক মোহনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্য পরিমল বর্মণ বলেন, "ওই এলাকায় নজরদারি রয়েছে। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্জি করা হয়েছে। গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হয়েছে। তারপরেও এমন ঘটনা ঘটছে। আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।" তিনি অভিযোগ করেন, ওই এলাকায় বার বার আবেদন করার পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়নি। এজন্য সংগঠনের উদ্যোগে মোহন করিডর বলে পরিচিত রাস্তায় তিরিশটি পথবাতির ব্যবস্থা করবেন তারা।

কমিটির তরফে জানানো হয়, মে মাসেই সাধারণত গর্ভবতী হয়ে পড়ে মোহন'রা। সেই সব ডিম দিতে মোহনের দল এক জলাশয় থেকে রাস্তা পার হয়ে আরেক জলাশয়ে যায়। তাতেই দুর্ঘটনা ঘটে। আবার বাচ্চারা বড় হয়ে পুরনো জলাশয়ে ফিরতে শুরু করে। সেই সময়ও দুর্ঘটনা হয়। আগামী দুর্গাপুজো পর্যন্ত মোহনদের যাতায়াত বজায় থাকবে। এই সময় লক্ষ্য

রাখা প্রয়োজন। বাণেশ্বরের শিবদিঘিতেই মূলত মোহনদের বসবাস। সাধারণ ভাবে ধারণা করা হয়, ওই দিঘিতে বর্তমানে বেশ কিছু মোহন রয়েছে। ওই দিঘি ও মোহনদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ওই দিঘি থেকে মোহন ছড়িয়ে রয়েছে বাণেশ্বরের নানা জলাশয়ে। সব মিলিয়ে সেই সংখ্যা এক হাজারের কম নয় বলে মোহন রক্ষা কমিটির দাবি। অভিযোগ, অসুস্থ হয়ে অনেক মোহনের মৃত্যু হয়। এছাড়া মোহনরা প্রতিনিয়ত রাজ্য সড়ক পারাপার হয়ে চলাচল করে। তখনই গাড়ি চাপা পড়ে। তাই বাণেশ্বরের দেড় কিলোমিটার রাস্তা মোহন চলাচলের করিডর ঘোষণা করে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানানো হয়। উড়াল পুল বা কালভার্ট তৈরি করলে ওই সমস্যা মিটবে বলে দাবি। এই অবস্থায় মোহনের সুরক্ষার দাবিতে গত ডিসেম্বর মাসে বনধ পালিত হয় বাণেশ্বরে। তারপরে কিছুক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। রাস্তার কিছু অংশে স্পিড ব্রেকার বসানো হয়েছে। মোহন রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, "মোহন রক্ষায় আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেই দাবিও আমরা জানিয়েছি।" প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ভেসে আসছে আর্ত চিৎকার

দিন বদলায়। কোচবিহার বদলায় না। লোকসভা নির্বাচনের গণনা পর্ব শেষ হওয়ার পরেও হিংসার রাজনীতি অব্যাহত কোচবিহারে। কেউ পিস্তল হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তো কেউ ধারালো অস্ত্র হাতে। কারও বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কেউ জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আবার কেউ কেউ হয়ে পড়েছেন ঘর-ছাড়া। বাম আমল থেকে এই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে রাজ-ভূমিতে। যা একই সঙ্গের লজ্জার ও কষ্টের। কোচবিহারের এক রাজ-ইতিহাস রয়েছে। দেশীয় রাজ্য ছিল কোচবিহার। এই রাজ্যের রাজারা ছিলেন প্রজাহিতৈষী। প্রজাদের কল্যাণে নানা কাজ তাঁরা করতেন বছরভর। সে সবের বহু ঘটনা এখনও মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। রাজাদের সম্পর্কে এখনও কোচবিহারের মানুষের ভাবনা এক অন্য বার্তা দেয়। কোচবিহারের মানুষও অতি সরল-সাদাসিধে বলেই পরিচিত। এমনই কোচবিহারে নির্বাচন আসতেই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে যায়। এই হিংসার বীজ প্রোথিত করল কারা? কেনই বা বছরের পর বছর ধরে সেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে এমন একটি জেলায়? যা বাইরের মানুষের কাছে কোচবিহার সম্পর্কে এক খারাপ ধারণা তুলে ধরছে। আসলে পুরোটাই এক ক্ষমতার লড়াই। কোচবিহারে রাজনীতির মাথা হিসেবে এক যুগ থেকে আরেক যুগে যারা চিহ্নিত হয়েছেন বা হচ্ছেন তারা কেউই দায় এড়াতে পারবেন না। শাসক-বিরোধী সব দল, সব নেতা একযোগে দাঁড়িয়ে হিংসার বিরুদ্ধে সরব হলে তাতে রাশ পড়তে বাধ্য। তা হয়নি। মুখে মুখে হিংসার বিরুদ্ধে সরব হলেও আদতে কেউ কারও কর্মী-সমর্থককে হিংসা থেকে বিরত থাকতে কড়া নির্দেশ কখনও দেননি। এমনকী যারা অন্যায় করে, তাদের পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে দল। আর অপরাধীর সাহস বেড়ে যায় দিন কে দিন। ভোটপর্ব শেষ হয়েছে। এবার সরকার গড়ার পালা। সেটাও অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আবারও সরকার গড়ছেন নরেন্দ্র মোদী। তাহলে এবারে কি হওয়া উচিত? এবার উন্নয়ন, দেশকে আরও উচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেশের জনগণ যাতে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সে কথা ভাবা উচিত। কিন্তু সে সব নিয়ে ভাবছে না কোচবিহার। রাত থেকে সকাল চারদিক থেকে শুধু ভেসে আসছে আর্ত চিৎকার। এ ছবি -বদলের প্রয়োজন।

কবিতা

প্রীতির স্মৃতি

.... মোঃ সাগর ইসলাম মিরান(বাংলাদেশ)

৫২ তে ভাই হারালাম বড়'ই, দুঃখ পেলাম
৬৯ এর গনঅভ্যুত্থানে বিনাদোষে কারাবন্দী হলাম
৭০ এর বন্যায় ভাসিলাম অজস্র বেদনা পেলাম
৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে প্রীতি কে হারালাম
জহুরুল হলের দিনগুলি মোর
চোখে ভাসে রোজ ক্লান্তি নিয়ে রমনা এসে
প্রীতির করি খোঁজ
ছাত্র জীবনের সোনালী অতীত
ছিল টিএসসি মোড়ে শৈশবের সেই দিনগুলি হায়
বয়সে নিলো কেড়ে
আজো আমার চোখে ভাসে
প্রীতি তোমার হাসি তাইতো আমি বাড়ে বাড়ে
রমনা ছুটে আসি স্মৃতিতে আজ দেখিতে পাই
হাসিতে তোমার টোল
শত কথা মনে পরে মনটা পাগল পাগল
তোমার সাথে পার্কে এলে
দিতে তুমি বাতাস তোমায় ছাড়া রমনা তে আজ
লাগে যে হতাশ স্মৃতির পাতায় তোমার ছবি
ভাসতেছে থৈ থৈ তুমি বিহীন রমনা এসে
পড়তেছি আজ বই

প্রবন্ধ

ভূত যজ্ঞ

...অমিতাভ চক্রবর্তী

অনিমেষ চক্রবর্তী জাঁদরেল মানুষ। জাঁদরেল শব্দটা এসেছে জেনারেল থেকে। সংসারে জেনারেল সুলভ আচার আচরণ দেখানোর থেকে জাঁদরেল হওয়া ভালো। সেই জাঁদরেল চক্রবর্তীবাবুর ঘরে বিড়ালের আনাগোনা। সৌজন্যে তার স্ত্রী। এই হ্যাট হ্যাট... যা পালা..... ভাগ.... এইসব শব্দ অনিমেষ চক্রবর্তীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রতিদিন বাজার থেকে এই অভাগা প্রাণীগুলোর জন্য মাছ আনতে তিনি কিন্তু ভোলেন না। কোভিড পরিস্থিতিতে যখন ব্যবসা টলোমলো, কখনো এই উৎপটাংদের জন্য মাছ বা মাংস আনতে তিনি ভোলেননি। কিন্তু ঘরে ? নৈব নৈবচ: বিড়ালের হাজারো নাম। কুকুর তিনটি। আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি সৌজন্যে অনিমেষবাবুর স্ত্রী এবং কন্যাও বটে। সুতরাং তিনি মাইনোরিটি। একবার যখন ব্যবসা খারাপ হলো অনিমেষবাবুর স্ত্রী বলে বসেছিলেন আমি কি এই অভাগাদের মাছ, মাংস দিতে পারব না!!! অনিমেষ চক্রবর্তী অবাক হয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন! যাই হোক ব্যবসা খারাপ হয়নি। তাই মাছ বা মাংস আনাও বন্ধ হয়নি। আসলে অনিমেষ চক্রবর্তী এই প্রাণীগুলোতে বিস্তর ভালোবাসেন। তিনি চান ঘরে আসুক, আর তিনি কপোট ছলনায় হ্যাট... হ্যাট করেন। এরা সকলেই চক্রবর্তী পরিবারের সদস্য। কিছুদিন আগে, অনিমেষ চক্রবর্তীর দূর যাত্রার সুযোগ এলো। সঙ্গে তারই বন্ধু, যিনি বিশিষ্ট শিল্পপতিও বটে। সারাদিন ধরে ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সারলেন। রাত গভীর হলে অনিমেষবাবু একটু উর্ধ্বলোকে চলে যান। সৌজন্যে আল্কোহল।ওটা তার লাগে। অন্তত নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য। যে দূর যাত্রায় তিনি গিয়েছিলেন, সেই দূরযাত্রার শেষ প্রান্তে এসে তার একটু চা খাবার সাধ হলো । রাত বারোটা হবে। সারাদিনে গাড়ি চলেছে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। বাড়ির কাছাকাছি আসার আগে একটু জিরিয়ে নিতে মন চাইলো। দাঁড়ালেন। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে এদিক ওদিক চাইলেন। একটাই ছোট দোকান খোলা। শিল্পপতি বন্ধু দোকান থেকে একটা বড় মাপের বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে হাজির হলেন। কয়েকটা পথকুকুর ঘিরে ধরে ধরেছে তাদেরকে। শিল্পপতি বন্ধু এক করে প্রতিটি কুকুরকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন। অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অনিমেষবাবু মনে মনে স্মরণ করলেন তার গৃহপালিত পরিবারজনকে। বচু, নন্টে, ফন্টু, মুনি, গুড়গুড়ি, টুনি, গলু.... আহা!! প্রেম এক অদ্ভুত প্রকাশ! কবির কথায় "গোপনে প্রেম রয়না ঘরে। আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।" আলোর মতই ছড়িয়ে পড়ছিল প্রেম। অনিমেষ চক্রবর্তী লজ্জা পেলেন।

******যদি গ্রহের দোষ দূর করতে হয় তবে এইভাবে খাওয়াবেন। রত্ন পরার দরকার নেই। অত খরচ কেন করবেন? দেখবেন গ্রহের সমস্ত দোষ দূর হয়ে গেছে।

******রাত প্রায় একটা বাজে। অনিমেষ চক্রবর্তী দোকান থেকে আর একটা বিস্কুটের প্যাকেট চেয়ে নিলেন।

গরমে বাড়ছে তালশাঁসের চাহিদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদার তাপমাত্রা বেশি থাকায় গরমের পরিমাণ বেশি। আর এই সময় আম-জাম-কাঁঠালের পাশাপাশি জায়গা করে নেয় তালশাস। মূলত ভাদ্র মাসে পাকা তাল বাজারে আসতে শুরু করে। তালের বড়া, তালের ক্ষীর, তালের রুটি আম বাঙালির প্রিয় খাদ্য। কিন্তু তার অনেক আগেই বাজারে চলে আসে কচি তাল। খাদ্যগুণ, পুষ্টি এবং স্বাদের জন্য কচি তালের শাঁসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আর তাই তাল একটু পুষ্ট হতেই বাজারে দেখা মেলে তালশাঁসের। গ্রামীণ এলাকার অনেক কৃষকেরা গাছ থেকে তাল পেড়ে গাজোল শহরে নিয়ে আসেন বিক্রি করতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জামায় ষষ্ঠী বাজারে আসতে শুরু করে দিয়েছে জলভরা কচি তালশাঁস। তবে শুধু স্বাদের জন্যই নয়, তালশাঁস শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। তালশাঁসে থাকা জলীয় অংশ শরীরে জল শূন্যতা দূর করে। এছাড়াও তালশাঁসে রয়েছে বেশ কিছু উপকারী ভিটামিন, প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও শরীরের জন্য আরও বেশ কিছু উপকারী বস্তু রয়েছে এই তালশাঁসে। তবে আমজনতা এত কিছু বোঝে না। মূলত স্বাদের জন্য কিনে নিয়ে যায় কচি তালশাঁস।

এদিন গাজোলের রাঙাভিটা ফ্লাইওভারের নিচে দেখা গেল বিজয় বর্মন এবং তার স্ত্রী পাপন বর্মনকে। গ্রাম থেকে কচি তাল সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন বিক্রি করতে। গ্রাহকদের চাহিদা মতো কচি তাল কেটে শাঁস বের করে বিক্রি করছেন। চাহিদাও রয়েছে প্রচুর। বিজয়বাবু জানালেন, গ্রাম থেকে তাল সংগ্রহ করে প্রতি বছরই গাজোলে নিয়ে আসি বিক্রি করতে। এবার দশ টাকায় তিন পিস করে তালশাঁস বিক্রি করছি। অর্থাৎ একটি তালের দাম পড়ছে দশ টাকা। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আমরা তাল সংগ্রহ করি। তারপর তা বিক্রির জন্য নিয়ে আসি বাজারে। জামাইষষ্ঠী পর্যন্ত তালশাঁসের চাহিদা থাকে। তবে তার আগে পরেও বিক্রি হয়। প্রতিদিন গড়ে ২০০০ থেকে ২২০০ তাল কেটে বিক্রি করি। তবে যতদিন তালশাঁস কচি থাকবে ততদিন বিক্রি হবে। বছরের এই কটা দিন বেশ ভালই আয় হয় তাদের।

নকল সোনা বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নকল সোনা বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পরল এক মহিলা। রবিবার দুপুরে ভেটাগুড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক জুয়েলারি দোকানে নকল সোনা বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েন এক মহিলা। জানা যায় ওই মহিলার বাড়ি পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে। জানা যায় ভেটাগুড়ি বাজার এলাকায় একটি জুয়েলারি দোকানে ওই যুবতী সোনা বিক্রি করতে আসে। সেখানে থাকা দোকানের কর্মচারীরা, ওই যুবতীর কাছ থেকে সোনাটি নিয়ে তার গুণগত মান যাচাই করতে যায় ঠিক তখনই তারা দেখতে পায় ওই সোনাটি নকল। কর্মচারীদের নজরে আসতেই তারা স্থানীয়দের খবর দেওয়ার পাশাপাশি দোকানের মালিককেও খবর দেন। এরপরেই ওই যুবতীকে দোকানে আটক করেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনারস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ এসে দীর্ঘ সময় ধরে ওই যুবতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে আটক করে নিয়ে যায় দিনহাটা থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত ওই মহিলার নাম সোনিয়া খাতুন বয়স ২১ ও তার স্বামীর নাম আব্দুল রউফ বয়স ২২। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন যদি এটা কেউ বুঝতে না পারতো তাহলে বড় ধরনের প্রতারণা শিকার হতে হতো বলে মনে করছেন তারা।

দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে রক্ষাকালীর পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে রক্ষা কালী মায়ের পুজো। জেনে নেওয়া যাক কেন এই কালীপূজা দেওয়া হয়। পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের ধুমাদিঘী এলাকার বাসিন্দারা। জানিয়েছেন, বিগত ২০১৪ সালে সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়কের ওপর ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে আর সেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৬ জনের। এছাড়াও অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটতে থাকতো সেই রাস্তার উপর। পথ দুর্ঘটনার ফলে রীতিমতো আতঙ্কে ছিলেন এলাকাবাসীরা। আতঙ্ক বিরাজ করছিল তাদের মনে। তবে সেখানকার মানুষজনেরা সিদ্ধান্ত নেন রক্ষা কালী মায়ের পুজো দেওয়ার। ২০১৬ সাল থেকে এই পুজোর সূচনা করেন। নিষ্ঠার সহিত পুজোতে মাতেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। এবারও এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ এদিন এই পুজোকে কেন্দ্র করে বাউল গানের আয়োজনও করা হয়। পাশাপাশি থাকে মেলা ও ভোগ বিতরণের আয়োজন। এদিন এই পুজোর দিনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় ভক্তদের মধ্যে। এদিন বহু ভক্তরা এসে পুজোয় অংশগ্রহণ করেন এবং বাউল গানের মধ্যে মেতে উঠেন তারা। কর্মকর্তাদের আস্থা দেওয়ার পর থেকে অনেকটাই কমেছে। পাশাপাশি এভাবেই তারা পুজো করে যাবেন জানান তারা।

বুক রিভিউ: তাণ্ডবপুস্তক

নীলাদ্রি দেব

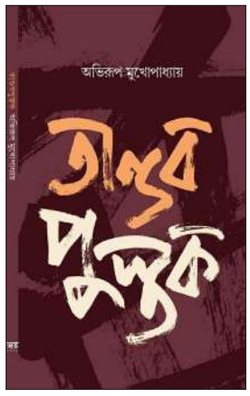

কিছু বই নিজেকে পড়ায়। কোনও এক সূক্ষ্ম সুতো বাঁধাইয়ের নিয়মকে ভেঙে ঠিক মাঝ বরাবর। ভাবি, গেঁথে রাখা। ভাবি ক্রমের গভীরে যে বাঁক, তার বামে কখনও মশাল, কখনও রঙিন পতাকা। ছুঁয়ে যাই। কিংবা চেষ্টা করি। আলোর স্পর্শক পাঠে পুনঃপাঠে এমন ভিন্নতর আকার ও অবস্থা দেয়, নত বসি, মুহূর্ত গড়িয়ে যায়। অভিরূপ মুখোপাধ্যায়ের তাণ্ডবপুস্তক। ঋত প্রকাশন। যন্ত্র ও যন্ত্রণার একক, তার খোঁজ, খোঁজ তো খোঁজ না, কুয়োয় পাত্র নামিয়ে জলতল, স্পর্শের বিন্দু মুহূর্ত আগে পর্যন্ত যা ও যতটা, সব কোণ সব বাহু উথলে আসে, প্রায় চোখবন্ধ স্থির, শ্বাসবন্ধ ধ্যানের গভীর, এইসব তালবাদ্য, টান লাগে, ছিলা, বিপ্রতীপে নিরীক্ষা, আত্মা উতলা, গান ধরে। এই গান ও প্রাণের মন্ত্র। ক্রোশে আক্রোশে দূরগামী। তবুও খেপলা জাল। উজানে ভাটায়। পাখি ওড়ে। ডানার ছায়ায় অক্ষরের চলাচল। বীজ ও বীজমন্ত্র নীরবে দুলে ওঠে। অঙ্কুরিত ছটায় কবি স্নান দেন। লেখেন, সকলেই আধ ভাঙা, ঢুকে আছি অন্যের ভেতর তাহলে আমার কাব্য, কাম-ইচ্ছে, আমার একার? (খাও) *বাসি ফুল বাসি ফল ঈশ্বরের চামড়া খুলে ঢোকো বাসি-পূজা বাঁশি ধরে 'ভালোবাসি' কথাটি কামড়াও বেকারি বিস্কুট মন হে কামড়, তোমার কী নোলা! (বেকারি বিস্কুট মন) *শরীর পোড়ানো অগ্নি। দাহ শেষে, বাবু হয়ে বসে মাটিতে, ঘাসের গায়ে। লক্ষ লক্ষ বছরের অগ্নি দেখছে যে, এক্ষুনি যাকে নিজে পোড়ালাম, তার প্রেত একটা করে দগ্ধকাঠ আস্তে আস্তে খুলে পাঠ করে-নিজের ভস্মের ছাই নিজে লেখা পৃষ্ঠা, কবিতার!(নিজের ভস্মের পৃষ্ঠা) *'এ-শরীর চাও? পাবে। তাকে ঘর কখনো ভেবো না বিশ্রাম, ভাবতেই পারো। নিজেকে ডাকতেই পারো: দরজা হোটেলের দরজা হবে? আমার জীবনে? কে কে ঢুকছে সব দেখবে!'- দরজা ধরে, না-বলা কথার জন্মদাগ! (না-বলা কথার জন্মদাগ) *শয্যা শয্যা শয্যাভুক এতগুলি চাঁদে জ্বলমান! বহু সূর্য, ব্ল্যাকহোল, লক্ষ লক্ষ মরা-জ্যান্ত গ্রহ এদের মধ্যেই আমি প্রশ্ন হয়ে ঘুরে যাচ্ছি, প্রাণকে পতন? এ-পাত্র কে? কার নেশা নি:শ্বাস সংগ্রহ? তাণ্ডবপুস্তক খুলে আমি সব লিখে রাখতে চাই বীজ মানে দরজা-খোলো- হে আরম্ভ, আমাকে বাঁচাও মাথাভর্তি এত প্রেম! পরাব এ-মুণ্ডমালা কাকে? দেখা দাও, দেখা দাও, চিরতরে সৎ হয়ে যাই সহস্র চাঁদের মুণ্ড একইসঙ্গে বলে উঠছে: দাও জ্বলতে-থাকা সব চাঁদে মুখ তুলে রাজহংস ডাকে... (৬ শত একটা প্রেমের উপায়) কবিত্বশিকার। তাণ্ডবপুস্তক। দুটো পর্ব জুড়ে নাচ, প্রথম ভেদক, দর্জি ও বুনন, যা যা বলছে, শোনো, কবিত্বশিকার থেকে বাক্যজ্ঞানহারা, বক শুদ্ধ বক, শ্রীজন্তু বিশেষ... অন্যান্য। টুকরো পংক্তিতে নয়। কবিতায়। কবিতার শরীরে ও খাঁজে কী ও কতটা, পাঠ থেকে অন্য পাঠে প্রকট হচ্ছে।

বিজেপির দু'শো কর্মী ঘরছাড়া

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরেও অশান্তি কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গণনা শেষ হতেই শুরু হতে পারে অশান্তি, এমন আশঙ্কা ছিলই। ৪ জুন বৃহস্পতিবার গণনার ফল বেরোতে শুরু করতেই একাধিক জায়গায় মিছিলও শুরু হয়ে যায়। কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়িতে বোমাবাজিরও অভিযোগ ওঠে। একাধিক জায়গায় বিজেপির মিছিলও শুরু হয়। এই অবস্থার মধ্যেই পুলিশের টহলদারিও শুরু হয়। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "কোথাও কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। সব জায়গায় পুলিশের নজরদারি রয়েছে। সেই সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীও একাধিক জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে।"

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার। এবারে তা রুখতে আগে থেকেই কোচবিহারে কড়া নজরদারি শুরু করে পুলিশ। অভিযোগ রয়েছে, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পরেই বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের উপরে হামলা করে। সিতাই, দিনহাটা, শীতলকুচি, মাথাভাঙা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ এবং কোচবিহার সদর মহকুমার একাধিক গ্রাম থেকে এমন অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়ার বাড়িতেও হামলার অভিযোগ ওঠে। প্রায় দুই মাস ঘর ছাড়া ছিলেন সিতাইয়ের বিধায়ক। আবার কিছু জায়গায় তৃণমূলের বিরুদ্ধেও হামলার অভিযোগ ওঠে। ২০২১ সালের নির্বাচনের পরেও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহার। কোথাও বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা হয়, কোথাও তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহের উপরেও হামলার অভিযোগ ওঠে। তুফানগঞ্জের বালাভূতের বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক বহুদিন অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তাঁদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করা হয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও একই ধরনের অভিযোগ ওঠে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে দুইপক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী খুনের অভিযোগ ওঠে। ভোট পরবর্তী হিংসা খতিয়ে দেখতে কোচবিহার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। যে তদন্ত এখনও চলছে। বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারও করে সিবিআই। এবারে যাতে কোনও গন্ডগোল না হয় সেজন্য দুই রাজনৈতিক দল কর্মী-সমর্থকদের সতর্ক করে দেয়। কড়া নজরদারি রাখে পুলিশ। অবশ্য পুলিশের কড়া নজরদারির পরেও সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ডাউয়াগুড়িতে বিজেপির এক কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেরিয়েছে বলে অভিযোগ। পরে গ্রামবাসীরা লাঠি নিয়ে ওই যুবককে তাড়া করলে সে পালিয়ে যায়। ভজনপুরে এক তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। আবার দিনহাটা সহ একাধিক জায়গায় বিজেপি কর্মীদের মারধর ও দোকান লুঠের অভিযোগ উঠেছে। দিনহাটায় বিজেপির এক পঞ্চায়েত সমিতির নেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভেটাগুড়িতে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অঞ্চল অফিসে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কোচবিহার শহরে একাধিক বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাস শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। আমাদের প্রায় দুশো কর্মী ঘরছাড়া হয়ে পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে এরপরে আমরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকব না।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "এবারে ভোটের ফল ঘোষণার পরে কোথাও কোনও গন্ডগোল হয়নি। দুই একটি বিজেপি পরিকল্পিত ভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। আমরা কর্মীদের বিজেপির ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছি।"

স্টেট ডেভলপমেন্ট অথরিটির ডেঙ্গু বিজয় অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ কোচবিহার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট ডেভলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে জলী মুখার্জির নির্দেশে স্নেহা মুখার্জি নেতৃত্বে ডেঙ্গুর উপর সার্ভে করা হলো। এদিন এই সার্ভে কোচবিহার শহরের ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে করা হয়। মূলত কোথায় এপিক মশার লাভার জন্ম হয় সেই সমস্ত বিষয় নির্মল সাথীদের হাতে-কলমে দেখানোর পাশাপাশি সেখানকার বাসিন্দাদেরকে সচেতন করলো স্টেট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে আসা স্নেহা মুখার্জি। জানা গেছে উত্তরবঙ্গের জন্য চারজনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছে। এরমধ্যে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার শহর বেশ কিছু জেলায় সার্ভে সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এই সার্ভে কোচবিহার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে করার কারণ গত বছর এই ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল বেশি। সে কারণেই এ বছর এখানে সার্ভে করা হচ্ছে। স্টেট ডেভলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে এই সার্ভের নাম দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে এবার নির্মল সাথীরা।

বাবাকে কুপিয়ে খুন, মাটিতে পুঁতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ছেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: গভীর রাতে বাবাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন ছেলের মৃত ব্যক্তির নাম অবিরাম দাস (৭০) তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্ধরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লার খাওয়াঘাট নয়েশ্বরী এলাকার ঘটনা। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটিকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় রাতে দুই ছেলেকে আটক করা হলে বড় ছেলে রামচন্দ্র দাসকে ছেড়ে দিলেও ছোট ছেলে অভিযুক্ত লক্ষণ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত জানা যায় অবিরাম দাসের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে তিনজনের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত লক্ষণ দাস বিয়ে করেনি সে সবসময় নেশা করে বাড়িতে অত্যাচার চালাতো এবং তার বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দিত এমনকি সে তার বাড়িতে এর আগেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে জানা যায়। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পরিবারের লোকজন তাই বছরখানেক আগে লক্ষণ দাসকে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু হাসপাতালে তাকে ১৪ দিন রাখার পরে ছেড়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাই বাধ্য হয়ে দুই ভাই আলাদাভাবে থাকে বলে জানান অবিরাম দাসের বড় ছেলে রামচন্দ্র দাস। তিনি আরো জানান প্রত্যেকদিনের মত বাজার থেকে রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ বাড়িতে ফেরে তার বাবা। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না বাড়ি ফিরে দেখতে পারেন তার বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে পড়ে রয়েছে এবং তার ছোট ভাই কুড়ুল নিয়ে রান্না ঘরের বারান্দায় বসে রয়েছে। তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে দেখতে পারে রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর দেহ পড়ে রয়েছে এবং বাড়ির পেছনের দিকে একটি গর্ত করা রয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে যে মেরে মাটিতে পুঁতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চালিয়েছিল অভিযুক্ত লক্ষণ দাস। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জ জুড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

দিনহাটায় উদ্ধার ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় উদ্ধার ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট জানালেন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার রাত ১১:১০ মিনিট নাগাদ এই খবর জানান। প্রসঙ্গত গত ২৯ শে মে দিনহাটা নকল সোনার বার বিক্রি প্রতারণার ঘটনায় অসমের তিন ব্যক্তি যথাক্রমে সফিকুল ইসলাম, ফকরুদ্দিন, এনামুল হককে গ্রেফতার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। এরপর দিনহাটা মহকুমা আদালতে সেদিনই তোলা হলে আদালতের বিচারক ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এরপর পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে আরোও একটি নকল সোনার বার উদ্ধার করে এবং আরও আটজনকে গ্রেফতার করে দিনহাটা মহকুমা আদালতে হাজির করলে আদালতের বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে উদ্ধার হয় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট। জেলা পুলিশ সুপার আরও জানান বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা আদালতে গ্রেফতার ব্যক্তিদের হাজির করলে মহকুমা আদালতের বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

মাথাভাঙ্গার পাড়াডুবিতে বিজেপির অঞ্চল তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ফের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ মাথাভাঙ্গা-২ নং ব্লকের পাড়াডুবি অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান পূর্নীমা বর্মন সহ, পঞ্চায়েত সদস্যা প্রতিমা মন্ডল ও নমিতা বর্মন, শক্তি প্রমুখ অখিল সরকার ও বেশ কিছু বুথ সভাপতি। প্রায় দুই শতাধিক বিজেপি কর্মী এদিন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই অঞ্চলে আসন সংখ্যা ছিল ১০, বিজেপির ১২। আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পর তৃণমূল ১৩ বিজেপি ৯। তবে আরও বেশকিছু এই অঞ্চলের বিজেপি পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। খুব শিগগিরই নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গঠন হবে বলে জানান সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া সদস্যরা।

লঞ্চ হল এমজি ইন্ডিয়ার নতুন এডিশন ডেজার্টস্টর্ম এবং স্নোস্টর্ম

শিলিগুড়ি: এমজি (মরিস গ্যারেজ), একটি ১০০ বছরের পুরানো উত্তরাধিকার সহ ব্রিটিশ অটোমোবাইল ব্র্যান্ড, ভারতে ডেজার্টস্টর্ম এবং স্নোস্টর্ম সিরিজে নতুন এমজি গ্লস্টার চালু করেছে। নতুন এমজি গ্লস্টার স্টর্ম সিরিজটি যত্ন সহকারে ডিজাইন করা হয়েছে যা উন্নত বিলাসবহুলতা এবং ব্রেভ লুক প্রদান করে। নতুন এমজি গ্লস্টার ডেজার্ট স্টর্ম ব্লাক স্টোন -এর এলিমেন্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত গোল্ডেন বাহ্যিক অংশের সাথে আসে এবং স্নোস্টর্ম একটি ডুয়াল-টোন পার্ল হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এক্সটেরিয়রে উপলব্ধ।

ডিপ-থিমযুক্ত ওআরভিএম, রেড আইল এলইডি হেডল্যাম্প এবং হাইল্যান্ডস মিস্ট এলইডি টেইল ল্যাম্প রহস্যের ছোঁয়া যোগ করে, অল-ব্ল্যাক ডোর হ্যান্ডেল, ডিএলও গার্নিশ।, ছাদের রেল, স্পয়লার এবং ফেন্ডার গার্নিশ প্রতিটি ড্রাইভকে সম্পূর্ণ করে তোলে যা স্টাইল এবং পারফরমেন্সের একটি বিবৃতি। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এডিএএস এবং ৩০ টিরও বেশি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সহ ফরোয়ার্ড সংঘর্ষ সতর্কতা, অটোমেটিক জরুরী ব্রেকিং, লেন প্রস্থান সতর্কতা, ব্লাইন্ড স্পট সনাক্তকরণ, লেন পরিবর্তন সহায়তা সহ বিভিন্ন নতুন ফিচারযুক্ত।

লঞ্চের বিষয়ে এমজি মোটর ইন্ডিয়ার চিফ কমার্শিয়াল অফিসার সতিন্দর সিং বাজওয়া বলেন,“ গ্লস্টার ভারতীয় এসইউভি উত্সাহীদের মধ্যে তার ডিজাইন, স্থান, অতুলনীয় আরাম এবং সুবিধার সাথে প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছে। আমরা নতুন গ্লস্টার ডেজার্ট স্টর্ম এবং স্নোস্টর্ম লঞ্চের সাথে আরেকটি মাইলফলক ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত, যে দুটিই আমাদের আধুনিকতা এবং পরিশীলিততার অন্বেষণকে নিম্নমানের করে। নতুন গ্লস্টার স্টর্ম সিরিজ ব্যতিক্রমী এবং স্বাতন্ত্র্যসূচক অভিজ্ঞতা প্রদান এবং উচ্চ প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয় যা এমজি-এর প্রিমিয়াম এবং সাহসী হওয়ার উত্তরাধিকার বজায় রাখে।”

টাটা মোটরস ২০২৪ সালের মে মাসে মোট ৭৬,৭৬৬ বিক্রি রেকর্ড করেছে

কলকাতা: ২০২৪ সালের মে মাসে ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে টাটা মোটরস লিমিটেডের গাড়ির বিক্রয় ৭৬,৭৬৬ ছিল, যা ২০২৩ সালের মে মাসে তুলনায় ৭৪,৯৭৩ ইউনিট ছিল। ডোমেস্টিক সেল পারফর্মেন্স মে ২০২৪ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত ২% বৃদ্ধি করেছে, মোট বিক্রয় ৭৫,১৭৩ এবং ৭৩,৪৪৮।

২০২৪ এবং ২০২৩ সালের মে মাসে দেশীয় বাণিজ্যিক যানবাহনের বৃদ্ধির হার ছিল ৩%, মে ২০২৩-এ ২৭,৫৭০টির তুলনায় ২০২৪ সালের মে মাসে মোট ২৮,৪৭৬টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। মে ২০২৪ এবং ২০২৩ সালের মে মাসে বাণিজ্যিক যানবাহনের মোট বিক্রয় ছিল ২৯,৬৯১ এবং ২৮,৯৮৯, যা ২% বৃদ্ধির রেট নির্দেশ করে। ২০২৪ সালের মে মাসে এমএইচ অ্যান্ড আইসিভি-এর ডোমেস্টিক সেল ট্রাক এবং বাস সহ, ১২,৯৮৭ ইউনিটে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৩ সালের মে মাসে ১১,৭৭৬ ইউনিট ছিল। ট্রাক এবং বাস সহ মে ২০২৪ সালে এমএইচ অ্যান্ড আইসিভি ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসার মোট বিক্রয় ১৩,৫৩২ ইউনিটে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৩ সালের মে ১২,২৯২ ইউনিটের তুলনায় ছিল।

মে ২০২৪ এবং ২০২৩ সালে মোট পিভি(ইভি সহ) ডোমেস্টিক ছিল ৪৬,৬৯৭ এবং ৪৫,৮৭৮, যা ২% বৃদ্ধির রেট নির্দেশ করে। মে ২০২৪ এবং ২০২৩-এ মোট পিভি (ইভি সহ) ছিল ৪৭,০৭৫ এবং ৪৫,৯৮৪, যা ২% বৃদ্ধির রেট নির্দেশ করে। টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড এবং টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড-এর সেল টাটা মোটরস লিমিটেড-এর উভয় সহযোগী সংস্থা, অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যাশিত বৃদ্ধির সুযোগকে পুঁজি করতে প্রস্তুত টাটা মোটরস

কলকাতা: টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেকরনের মতে, অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী গাড়ির বাজার আগামী বছরগুলিতে বার্ষিক ৫০ লক্ষ ইউনিট বিক্রি হবে বলে তিনি অনুমান করছেন, এবং কোম্পানি এই বৃদ্ধির সম্ভাবনার সুবিধা নিতে প্রস্তুত। ২০২৩-২৪ বার্ষিক প্রতিবেদন ঘোষণা করার সময় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের একটি বার্তা দিতে গিয়ে, টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন জানিয়েছেন, “গত বছর ভারতে ৪.১ মিলিয়ন গাড়ি বিক্রি করে, টাটা মোটরস আগামী বছরে ৫ মিলিয়ন গাড়ি বিক্রির মাইলফলক অতিক্রম করার পথে অগ্রসর হচ্ছে।” টাটা মোটরস ডিজিটাল মোবিলিটি সলিউশন এবং স্পেয়ার সহ গাড়ির পার্ক-সম্পর্কিত শিল্পগুলিতে মনোনিবেশ করে গাড়ি বিক্রয়ের চাঞ্চল্য কমাতে চায়। একটি প্রিমিয়াম বিলাসবহুল ওইএম (OEM) হিসেবে, ব্র্যান্ডটি নতুন পণ্য এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ চালিয়ে যাবে। আসন্ন বছরগুলিতে আরও বৈদ্যুতিক গাড়ি যোগ হবে, যার মধ্যে থাকবে অল-ইলেকট্রিক জাগুয়ার এবং প্রথম রেঞ্জ রোভার, যার বিক্রি এই বছরের শেষের দিকে চালু হবে। এই পরিকল্পনাগুলি সক্ষম করতে এবং টাটা-এর প্রতিটি ব্যবসাকে বাস্তবায়িত করতে বোর্ড কর্পোরেশনকে দুটি স্বতন্ত্র পাবলিকলি ট্রেড ব্যবসায় বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে। পিভি, ইভি, এবং জেএলআর-এর মতো যাত্রীবাহী গাড়ির ব্যবসাকে বাণিজ্যিক যানবাহন শিল্প থেকে একটি পৃথক সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এর ‘এনভায়রনমেন্ট মাস’ উদযাপন

শিলিগুড়ি/কলকাতা: ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উপলক্ষ্যে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর তার ‘টয়োটা এনভায়রনমেন্ট মাস’-এর কিক-অফ ঘোষণা করেছে, একটি উত্সর্গীকৃত মাস পরিবেশ-সচেতনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে জন্য এবং সবুজ, টেকসই ভবিষ্যতের পক্ষে। টয়োটা এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জ ২০২৫ এবং এই বছরের থিম “ইউনাইট ফর রেসপন্সিবল রিসোর্স কনজাম্পশন ফর গ্লোবাল নং ১” এর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্যোগের মাধ্যমে, কোম্পানির লক্ষ্য হল পরিবেশগত ব্যবস্থাকে উন্নত করা। এটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪-এর জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির থিমের সাথে দৃঢ়ভাবে অনুরণিত হয়, যা “আমাদের ভূমি, আমাদের ভবিষ্যত” স্লোগান দ্বারা আবদ্ধ ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং খরার মতো জটিল বিষয়গুলিতে ফোকাস করে। টয়োটা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করেছে ‘টয়োটা এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জ ২০৫০’ অক্টোবর ২০১৫ এ, যার মধ্যে ছয়টি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ৩টি চ্যালেঞ্জের প্রথম সেটটি আমাদের পণ্যগুলি থেকে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং পরের ৩টি জলের ব্যবহার কমিয়ে ও অপ্টিমাইজ করে। কোম্পানী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বর্ষা-পরবর্তী ১৬.১ ফুটে, উৎপাদন এবং অ-উৎপাদন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ৫১,০০০ m3 ক্ষমতা সহ বৃষ্টির জল সংগ্রহের পুকুর। উৎপাদনের জন্য জলের প্রয়োজনের ৯৫% পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এছাড়া টিকেএম ৯৬% পর্যন্ত বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার সাথে একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য সমাজের প্রচার করছে।

টিকেএম একটি অত্যাধুনিক ‘ইকোজোন’ প্রতিষ্ঠা করেছে, একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে টিকেএম-এর প্ল্যান্ট সুবিধায় অবস্থিত ১৭টি থিম পার্ক রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বর্জ্য থেকে মূল্য, পরিবেশগত ভারসাম্য, জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আরও অনেক কিছু সহ প্রকৃতি সংরক্ষণের দিক। এই পর্যন্ত, ৪২,০০০+ শিক্ষার্থীকে সংবেদনশীল করা হয়েছে। টেকসই জীবনযাত্রার জন্য “টয়োটা স্বচ্ছ অভিযান”, “আরএআর”, টয়োটা ইকো ক্লাব, ইকো ফ্যামিলি ওয়াক ত্যাদির মতো কার্যক্রমও মাস জুড়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ মাস উদযাপন সম্পর্কে টিকেএম-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টর বি পদ্মনাভ বলেছেন, “টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এ, আমরা স্বীকার করি যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মতোই পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ফোকাস শুধুমাত্র প্রোডাক্ট এবং আমাদের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ নয় বরং পুরো মূল্য শৃঙ্খল, পাশাপাশি আমরা যে সম্প্রদায়গুলি পরিচালনা করি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া।

স্যামসাং ‘বিগ টিভি ডেজ’ সেলের সাথে বাড়িতে নিয়ে আসুন ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং, টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের আনন্দকে বাড়াতে ‘বিগ টিভি ডেজ’ লঞ্চ করেছে। এই সেলটি গ্রাহকদেরকে বিনোদনের সাথে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অনন্য অভিজ্ঞতা বাড়িতে অনুভব করতে আল্ট্রা-প্রিমিয়াম নিও কিউএলইডি, ওএলইডি, এবং ক্রিস্টাল ৪কে ইউএইচডি টিভির সম্ভার হাজির করেছে। স্যামসাং এই অসাধারণ সেলের সাথে গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে সেরিফ টিভি এবং সাউন্ডবারও অফার করছে। টিভি কেনার সময় তারা ২৯৯০ টাকা থেকে শুরু করে সহজ ইএমআই এবং ২০% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পেতে পারেন। এই সেলটি Samsung.com, শীর্ষস্থানীয় খুচরা স্টোর এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে চালু থাকবে ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

গ্রাহকদের লাইফস্টাইল আপগ্রেড করতে স্যামসাং তার টেলিভিশনের মাধ্যমে টিভি দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে অ্যাক্সেসযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং হাই-সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে গৃহ বিনোদনে এআই-এর ব্যবহার করে, গ্রাহকদের জন্য গেমিং, বিনোদন, শিক্ষা এবং ফিটনেস সহ স্মার্ট অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। টিভিগুলি সেট-টপ বক্সের প্রয়োজনীয়তা দূর করে ক্লাউড গেমিং, লাইভ ক্লাস এবং টিভি কী ক্লাউড পরিষেবা অফার করে। স্যামসাং-এর এডুকেশন হাব বাচ্চাদের জন্য ইন্টারেক্টিভ লার্নিং ক্লাসের অফার করার পাশাপাশি টিভি প্লাস খবর, চলচ্চিত্র এবং বিনোদনের বিপুল সম্ভারের সাথে বিনামূল্যে ১০০+ চ্যানেল অফার করেছে। এই পরিষেবাগুলির লক্ষ্য ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য আরও নিমগ্ন এবং ইন্টারেক্টিভ শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

স্যামসাং ইন্ডিয়ার ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে বিজনেস সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহনদীপ সিং জানিয়েছেন, “টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালীন আমরা ‘বিগ টিভি ডেজ’ ক্যাম্পেইন চালু করেছি, যার লক্ষ্য হল বড় স্ক্রীন এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার সাথে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। আমরা নিও নিও কিউএলইডি, ওএলইডি, এবং ক্রিস্টাল ৪কে ইউএইচডি সহ একটি আল্ট্রা-প্রিমিয়াম রেঞ্জের টিভি অফার করেছি, যার মধ্যে সেরা গুণমান, ইমারসিভ অডিও এবং স্লীক ডিজাইন সহ এআই-চালিত বৈশিষ্ট্য যোগ করেছি। এছাড়াও, এতে ৮কে এআই আপস্কেলিং এবং এআই মোশন এনহ্যান্সার প্রো-এর মতো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।”

নতুন রেকর্ড টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের

কলকাতা: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর ২০২৪ সালের মে মাসে ২৪% বার্ষিক বৃদ্ধির রিপোর্ট করেছে, যেখানে ২৫,২৭৩ ইউনিট বিক্রি হয়েছে, যা ২০২৩-এর একই সময়ের থেকে ২৪% বেশি। অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ২৩,৯৫৯ ইউনিটে পৌঁছেছে, যেখানে ১,৩১৪টি রপ্তানি হয়েছে। তবে এপ্রিল মাসেও ২০,৪৯৪ ইউনিট বিক্রি করেছিল কোম্পানি, যা আগের বছরের এপ্রিলের তুলনায় ২৩% বেশি। টিকেএম এই চলতি আর্থিক বছরে অনন্য সাফল্য প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়াও, সিওয়াই ২০২৪-এর প্রথম পাঁচ মাসে কোম্পানি ৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সব মিলিয়ে মোট ১,২২,৭৭৬ ইউনিট বিক্রয় হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের মধ্যে ৮২,৭৬৩ ইউনিট ছিল।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস - ভাইস প্রেসিডেন্ট সবরী মনোহর জানিয়েছেন, “২০২৪ সালের মে মাসে আমরা ২৪% বৃদ্ধির সাথে কোম্পানির অনন্য সাফল্য উদযাপন করতে পেরে আনন্দিত। টিকেএম সর্বদাই গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতির দ্বারা চালিত। আমরা আমাদের সেরা পণ্য ও পরিষেবার বিচিত্র পরিসর অফার করে, টাচপয়েন্টগুলিকে উন্নত করেছি এবং উদ্ভাবনী মূল্য সংযোজন পরিষেবাগুলিকে আনন্দদায়ক মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদান করেছি। ইনোভা ক্রিস্টা, ইনোভা হাইক্রস, ফরচুনার, লিজেন্ডার, আরবান ক্রুজার হাইরাইডার, হিলাক্স, এলসি300 এবং ক্যামরি হাইব্রিডের মতো মডেল সহ কোম্পানির বৈচিত্রপূর্ণ পোর্টফোলিও এর সাফল্যে অবদান রেখেছে। আমাদের প্রতি মূল্যবান গ্রাহকদের এই বিশ্বাসের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।”

সাফল্যের প্রতিশ্রুতিতে এমএএসএসএইচ-এর ভূমিকা

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি এবং এর আশেপাশের বসবাসকারী রোগীদের সহায়তা প্রদানে এমএএসএসএইচ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল Vanya Healthcare ক্লিনিকে কিডনি স্টোন এবং ইউরোলজি ক্যাম্পের নতুন আশা খুঁজে পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই পরিষেবা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। শিবিরটি অত্যাধুনিক চিকিত্সা প্রদর্শন করে এবং যাদের পূর্বে বিশেষ যত্নের অভাব ছিল তাদের প্রয়োজনগুলিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। নয়া দিল্লির এমএএসএসএইচ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ইউরোলজি, এন্ড্রোলজি এবং ইউরো-অনকোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ অঙ্কিত গোয়েলের নেতৃত্বে এই উদ্যোগটি জাতীয় রাজধানী ছাড়িয়ে অঞ্চলগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং উন্নত যত্ন প্রসারিত করার জন্য এমএএসএসএইচ-এর প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে।

এমএএসএসএইচ দ্বারা আগে আয়োজিত শিবিরগুলি শিলিগুড়ির রোগীরা উপকৃত হয়েছে। দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই প্রভাবকে তুলে ধরে। একটি হল অল্প বয়স্ক ছেলেকে হাইপোস্প্যাডিয়াস যুক্ত করা হয়েছে, একটি বিরল জন্মগত অবস্থা যার জন্য জটিল সার্জারির প্রয়োজন। স্থানীয় ইউরোলজিস্টদের সাথে অসফল পরামর্শের পর, পরিবার ডাঃ গোয়েলের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। পরবর্তীতে ছেলেটিকে নয়াদিল্লিতে এমএএসএসএইচ-এ চিকিত্সা করা হয়েছিল, যেখানে তার সফল সার্জারি হয়েছে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে।

অন্যটি হল একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তির লোয়ার ক্যালিক্সে ১.৫ সেন্টিমিটার পাথর সহ সার্জারির ফলে কিডনি পাঞ্চারের উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন, যার ফলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ডাঃ গোয়েল ইউরেটেরোস্কোপ এবং একটি ১০০-ওয়াট হলমিয়াম লেজারের মতো উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করে এমএএসএসএইচ-এ সার্জারি করেন, যা উল্লেখযোগ্যভাবে জটিলতার ঝুঁকি হ্রাস করে, সার্জারি সফল হয়েছে।

ডাঃ অঙ্কিতগোয়েল ইউরোলজিক্যাল চিকিৎসায় উন্নত প্রযুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছেন,"কিডনির পাথরটি লোয়ার ক্যালিক্সে সনাক্ত করা হয়েছিল এবং ইউরেটেরোস্কোপ ও উন্নত লেজার ছাড়া অপারেশন করা যেকোনো সার্জনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। যাইহোক রোগী পরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল এবং এটি অত্যন্ত সন্তুষ্টজনক ব্যাপার। যে সে একটি ছাড়ের হারে এবং এমএএসএসএইচ-এর ভ্রমণ সহায়তার মাধ্যমে এমন উন্নত চিকিৎসা পেতে পারে।"

সিকিমে পৌঁছেছে স্যামসাং-এর ‘সল্ভ ফর টুমরো’

শিলিগুড়ি: স্যামসাং তার ‘সল্ভ ফর টুমরো’ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে সিকিমের মানগানে তার প্রথম ডিজাইন করা থিংকিং এবং লার্নিং ওয়ার্কশপ লঞ্চ করেছে। এই মানব-কেন্দ্রিক উদ্যোগটি সিকিমের নির্বাচিত স্কুলগুলিতে চালু করা হবে যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, অনুসন্ধান এবং সৃজনশীলতার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকে বিকশিত করা হবে। ‘সল্ভ ফর টুমরো’ প্রোগ্রামটি বিশেষ করে ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য ডিজাইন করেছে কোম্পানি। এটি চিন্তার প্রশংসা করে তাদের বাস্তব-বিশ্বের সমস্যার সমাধান করতে উৎসাহিত করে। সল্ভ ফর টুমোরো কেবল একটি প্রতিযোগিতায় নয় বরং ভবিষ্যৎ উন্নত করার প্রতি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এটি পড়ুয়াদের একাডেমিক পাঠ্যক্রমের একটি মূল অংশ হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জীবনকে উন্নত করতে সহানুভূতি, সংজ্ঞা, ধারণা, প্রোটোটাইপিং এবং সমাধানগুলির পরীক্ষাকে উৎসাহিত করতে ডিজাইন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে, সমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা বাড়াবে। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিটি বিশ্ব জুড়ে ২.৩ মিলিয়নেরও বেশি পড়ুয়াদেরকে শিক্ষিত করেছে। বর্তমানে স্যামসাং ৬৩ টি দেশে এই কর্মসূচিটি চালাচ্ছে। স্যামসাং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্ট এসপি চুন বলেছেন, “স্যামসাং ‘সল্ভ ফর টুমরো’-এর লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষমতায়ন করা এবং দেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। পড়ুয়াদের সমস্যা সমাধান, সহযোগিতা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে আমরা ইতিমধ্যে ১০ টি স্কুলে কর্মসূচিটি চালু করেছে। পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাসের প্রসার ঘটিয়ে এটি তাদের মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন করার, বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি সনাক্ত করার এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধানগুলি প্রস্তাব করার সুযোগ দেবে।”

২০২৩-২৪ অলিম্পিয়াড অ্যাওয়ার্ডে কলকাতার শিক্ষার্থীদের সাফল্য

কলকাতা: কলকাতার তিনজন ছাত্র ২০২৩-২৪ সালের এসওএফ অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। দিল্লি পাবলিক স্কুল মেগাসিটির সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দেবযুধ দাস, আন্তর্জাতিক ইংরেজি অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান অর্জন করেছে, একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক এবং একটি মেধা শংসাপত্র অর্জন করেছে। হরিয়ানা বিদ্যা মন্দিরের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রিতম সামন্ত ও ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সাইন্স অলিম্পিয়াড প্রথম স্থান অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক এবং মেধা শংসাপত্র পেয়েছে। সুশীলা বিড়লা গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী দিয়া বোথরা ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে, আন্তর্জাতিক রৌপ্য পদক এবং একটি মেধা শংসাপত্র অর্জন করেছে। এই বছরের এসওএফ অলিম্পিয়াডে ৭০টি দেশের প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে কলকাতার ১,২৬,৯৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। দিল্লি পাবলিক স্কুল, বি.ডি. এম সহ কলকাতার উল্লেখযোগ্য স্কুল ইন্টারন্যাশনাল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বিজয়ীদের, তাদের শিক্ষকদের এবং অধ্যক্ষদের সম্মান জানাতে নয়াদিল্লিতে একটি পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ইভেন্টটি গ্রেড ১ থেকে ১২ পর্যন্ত বিশ্বজুরে শীর্ষ তিন স্থান অর্জনকারীদের উদযাপন করেছিল যারা সাতটি ভিন্ন অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, দীপক মিশ্র এবং প্রখ্যাত লেখক ও চিত্রনাট্যকার চেতন ভগতের মতো বিশিষ্ট অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, দীপক মিশ্র ৭০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর সমাবেশে ভাষণ দেন, তিনি বলেছেন,“প্রতিযোগিতা বা প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা এখানেই শেষ নয়, এটাই জীবনের প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য। আপনি যখন প্রতিযোগিতার কথা বলেন, সফলতা তা অনুসরণ করে কারণ সবাই সফল হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। সফলতাই আসল অর্জন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া অভিনব প্রয়াস

কলকাতা: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে, কোকা-কোলা ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে #BenchPeBaat প্রচারাভিযান, যার লক্ষ্য মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সংযোগ এবং কথোপকথনের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করা। এটি একটি বৃত্তাকার অর্থনীতির মাধ্যমে বর্জ্যহীন বিশ্ব তৈরি করার এবং ভারত জুড়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থপূর্ণ মিশ্রণকে উত্সাহিত করার জন্য কোকা-কোলা ভারতের প্রতিশ্রুতির উদযাপন। কোকা-কোলা ইন্ডিয়া তার ফাউন্ডেশন, আনন্দনার মাধ্যমে, ইউনাইটেড ওয়ে মুম্বাইয়ের সাথে পার্টনারশিপে ভারতের ১০টি শহরে ৩৮০টি টেকসই বেঞ্চ স্থাপন করেছে। প্রতিটি বেঞ্চ প্রায় ৫০ কেজি পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি করা হয়। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, পুনে, ধর্মশালা এবং লখনউ সহ ভারতের ১০টি শহরে স্কুল, কলেজ, পাবলিক পার্ক এবং পৌর কর্পোরেশন অফিসে এই পরিবেশ-বান্ধব বেঞ্চগুলি স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাম্পেইন সম্পর্কে রাজেশ আয়পিল্লা, সিনিয়র ডিরেক্টর-সিএসআর অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফর কোকা-কোলা ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথওয়েস্ট এশিয়া (আইএনএসডব্লিউএ) বলেছেন, “আমরা আমাদের বিশ্বজুড়ে কৌশলের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছি যার নাম ওয়ার্ল্ড উইদাউট ওয়েস্ট যা প্যাকেজিংয়ের বৃত্তাকার অর্থনীতির মাধ্যমে পদ্ধতিগত পরিবর্তনকে চালিত করে। আমাদের #BenchPeBaat ক্যাম্পেইন হল স্থায়িত্বের প্রতি আমাদের উত্সর্গের একটি প্রমাণ, কারণ আমরা বর্জ্যকে অর্থপূর্ণ সম্প্রদায়ের সম্পদে রূপান্তর করি। এই টেকসই বেঞ্চগুলি পরিবেশগত প্রভাব কমাতে আমাদের প্রচেষ্টার প্রতীক।”

নতুন প্রজন্মের সেরা স্প্লেন্ডার+ লঞ্চ করেছে হিরো মটোকর্প

কলকাতা: ৩০ তম বার্ষিকী উদযাপন করে হিরো মটোকর্প আইকনিক স্প্লেন্ডারের একটি প্রিমিয়াম সংস্করণ স্প্লেন্ডার+ এক্সটিইসি ২.০ লঞ্চ করেছে। এই হাই-টেক বাইকটিতে এলইডি হেডলাইট, এইচআইপিএল (হাই ইনটেনসিটি পজিশন ল্যাম্প), একটি অনন্য এইচ-আকৃতির টেইল ল্যাম্প এবং একাধিক সুবিধা এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। এটি ৭৩ কেএমপিএল-এর চমৎকার জ্বালানি দক্ষতার জন্য গর্বিত। বাইকটিকে প্রকৃতপক্ষেই আইকনিক করে তুলতে কোম্পানি ইকো-ইন্ডিকেটর, আরটিএমআই, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি এবং হ্যাজার্ড লাইট সহ একটি ডিজিটাল স্পিডোমিটারের মতো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিও যোগ করেছে। এছাড়াও, এতে একটি দীর্ঘ আসন এবং একটি হিঙ্গ-টাইপ ডিজাইনের সাথে বড় গ্লাভ বক্সও রয়েছে। বাইকটি তিনটি ডুয়াল-টোন রঙের পরিসরে উপলব্ধ, যেগুলি হল ম্যাট গ্রে, গ্লস ব্ল্যাক এবং গ্লস রেড। বর্তমানে, স্প্লেন্ডার+ এক্সটিইসি ২.০ ভারতে হিরো মটোকর্প-এর সমস্ত ডিলারশিপে পাওয়া যাচ্ছে, যার প্রারম্ভিক মূল্য ৮২,৯১১ টাকা।

লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হিরো মটোকর্প চিফ বিজনেস অফিসার - ইন্ডিয়া বিইউ রঞ্জীবজিৎ সিং জানিয়েছেন, “৩০ বছরের নেতৃত্ব সহ হিরো মটোকর্প-এর স্প্লেন্ডার মোটরসাইকেলটি ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অ্যাক্সেসযোগ্য গতিশীলতার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করেছে। এর সাফল্য আমাদের কোম্পানির উদ্ভাবন, ব্র্যান্ড বিশ্বাস এবং পণ্যের নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ, যা অগ্রগতি এবং ৪০ মিলিয়ন সন্তুষ্ট গ্রাহকদেরবিশ্বাসের প্রতীক।”

Tata.ev-এর #EasyTo-EV প্রচারাভিযান

কলকাতা: টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড (টিএমইপি) তার #EasyToEV প্রচারাভিযান চালু করেছে যা গ্রাহকদের জানাতে এবং ইভি-এর আশেপাশের বিভিন্ন শ্রবণকে অদৃশ্য করার জন্য তৈরি করা একটি মিথ উচ্ছেদ অভিযান। এই প্রচারাভিযানটি প্ল্যাটফর্ম জুড়ে চালু করা হয়েছিল এবং টাটা আইপিএল ২০২৪-এর সময়ও প্রদর্শন করা হয়েছিল যাতে দর্শকদের বিশাল সেটকে ক্যাপচার করা হয়। টাটা.ইভি ভারতে বৈদ্যুতিক যান (ইভি) ডেমোক্র্যাটাইজ করার লক্ষ্যে #EasyToEV প্রচার করছে। প্রচারাভিযানটি সাপোর্টার এবং সংশয়বাদী উভয়ের সাথে জড়িত, যা ইভির-এর সাথে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে তুলে ধরে। প্রচারাভিযানটি ক্রেতাদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, কারণ ভারতে ইভি বিভাগটি এফওয়াই-এ ৯০% বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়েছে। Tata.ev-এর লক্ষ্য এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশে ইভি গ্রহণ বাড়ানো। এই প্রচারাভিযানটি টাটা.ইভি-এর ‘go.ev’ সিরিজের ভিডিওগুলির একটি এক্সটেনশন যা গত বছরের টাটা আইপিএল 2023-এর সময় লঞ্চ করা হয়েছিল, যা একটি ইভি গ্রহণ করার বিভিন্ন কারণকে সম্বোধন করে। ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের ইভি ক্রেতাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, এই বছরের #EasyToEV প্রচারাভিযান সর্বাধিক প্রভাব নিশ্চিত করে একাধিক সম্পর্কিত, লাইট-হার্টেড ভিগনেটের মাধ্যমে মূল বাধাগুলি মোকাবেলা করে। এই প্রচারাভিযানটি ইভি গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আকর্ষণীয় ডিজাইনের সাথে লঞ্চ হল ফ্লাইটের অভিনব কালেকশন

কলকাতা: ফ্লাইট ফুটওয়্যারস তৈরির কোম্পানি রিলাক্সো ফুটওয়্যারস লিমিটেডের এর মালিকানাধীন ব্র্যান্ড, তার বহু প্রতীক্ষিত স্প্রিং-সামার ২০২৪ কালেকশন লঞ্চ করেছে। নতুন রেঞ্জে ১০০টিরও বেশি রিফ্রেশিং ডিজাইনের আকর্ষণীয় অ্যারের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রতিটি ডিজাই মনোযোগ এবং যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে। আকর্ষণীয় রঙের সংমিশ্রণ থেকে শুরু করে বৈচিত্র্যময় বেস উপকরণ ফ্লাইট-এর ফুটওয়্যারগুলি ব্যাপক রেঞ্জ পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জীবনধারা পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গুণমান, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য পরিচিত, ফ্লাইট গ্রাহকদের মধ্যে একটি প্রিয় পছন্দ হিসাবে রয়ে গেছে, যা তাদের জীবনধারার চাহিদা এবং পছন্দগুলিকে প্রতিফলিত করে। বেল কালেকশন, বিশেষত মহিলাদের জন্য তৈরি, ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড ডিজাইনগুলিকে অতুলনীয় আরামের সাথে একত্রিত করে, নিশ্চিত করে যে মহিলারা যে কোনও জায়গায় আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে, আরবানবেসিক্স কালেকশনটি যুব মার্কেটকে লক্ষ্য করে, প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য ট্রেন্ডি এবং ব্যবহারিক ফুটওয়্যারস সমাধান প্রদান ফ্লাইট-এর পিইউ রেঞ্জ আরামের সাথে আপস না করে যেকোন পোশাকে ফ্লেয়ারের ছোঁয়া যোগ করে। রিল্যাক্সো ফুটওয়্যারস লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গৌরব দুয়া, এসএস ‘২৪ কালেকশনে তার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করে বলেছেন, “আমরা ফ্লাইট-এর নতুন স্প্রিং-সামার ২০২৪ কালেকশন লঞ্চ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত, এর দুর্দান্ত স্পন্দন, মানসম্পন্ন কারুকাজ এবং অপরাজেয় শৈলীর সাথে আসন্ন মরসুমের জন্য সুর সেট করছি।

দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেললেন সুনীল

নিজস্ব সংবাদদাতা: জীবনের শেষ ম্যাচের ফল খুব একটা গৌরবজনক হলনা সুনীল ছেত্রীর (Sunil Chhetri) পক্ষে। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে বৃহস্পতিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে কুয়েতের (Kuwait) সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ভারত। ফলে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার সমস্যা খুবই ক্ষীণ হয়ে গেল ভারতের পক্ষে। এখন ভারতের সামনে উপায় অ্যাওয়ে ম্যাচে দোহায় কাতারকে হারানো। কিন্তু এমনটা কষ্টকল্পনাতেও আনতে পারছেন না ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা (Indian Football)। ফলে বিশ্বকাপের (World Cub Football) যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে ভারতের বিদায় প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত বলাই যায়।

তবে এদিনের ম্যাচের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এদিনই দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন সুনীল ছেত্রী। গ্যালারিতে প্রায় ৬০ হাজার দর্শক ছিল। সুনীলের জন্য ছিল প্রচুর সমর্থন। ক্লাব ফুটবলে কেউ বা মোহনবাগান সমর্থক, কেউ ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান। কিন্তু এই ম্যাচে সবাই যেন ব্লু টাইগার্সদের পাশে। যদিও ম্যাচের আগেই সুনীল জানিয়েছিলেন আবেগ দূরে সরিয়ে জয়ের লক্ষ্যেই খেলতে নামবেন। খেলেছেনও তাই। শেষ ম্যাচেও সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করলেন তিনিই। সতীর্থরাও চেষ্টা করে গেলেন। কিন্তু সফল হননি। কুয়েতের বিরুদ্ধে ড্র দিয়েই নীল জার্সিতে কেরিয়ারের ইতি সুনীলের। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে দারুন সুযোগ তৈরি করেছিল কুয়েত। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বল। তবে ১০ মিনিটের পর খেলার চালকের আসনে বসে ভারত। লিস্টন কোলাসো বল বাড়িয়েছিলেন, সুনীল ছেত্রী অবধি পৌঁছয়নি। তার আগেই প্রতিপক্ষ ডিফেন্স ক্লিয়ার করে। কর্নার থেকে সুযোগ। অনিরুদ্ধ থাপা দুর্দান্ত জায়গায় বল রেখেছিলেন, আনোয়ার আলি হেড করলেও তা ক্রসবারের উপর দিয়ে যায়। এরপর গোটা ম্যাচে সুযোগ তৈরি হল অনেক। কিন্তু গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত দেশকে জেতাতে না পারার আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল ভারতীয় ফুটবলে কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া এই ফুটবলারকে।

আয়ারল্যান্ডকে গোহারা হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু ভারতের

নিজস্ব সংবাদদাতা: হেলায় হারাল আয়ারল্যান্ডকে। জয় দিয়ে যাত্রা শুরু ভারতের। ব্যাট বলের কাছে মাথা তুলেই দাঁড়াতেই পারলেন না আইরিশ ব্রিগেড। কোহলি ব্যর্থ হলেও সহজেই রোহিত-পন্থের ব্যাটিং তাণ্ডবে পৌঁছে যায় জয়ের লক্ষ্যে। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ৯৬ রানেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে জয় হাসিল করল টিম ইন্ডিয়া। ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৩৬ বলে ব্যক্তিগত হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রোহিত শর্মা। রোহিত ১০ ওভারের শেষে কাঁধে সমস্যা অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু করল টিম ইন্ডিয়া।নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে আয়ারল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় রোহিত শর্মা। এই মাঠেই পরপর তিনটি ম্যাচ খেলবে ভারত। অ্যান্ডি বলবির্নিকে সঙ্গে নিয়ে আয়ারল্যান্ডের হয়ে ওপেন করতে নামেন ক্যাপ্টেন পল স্টার্লিং। তৃতীয় ওভারেই আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে প্রথম আঘাত হানেন আর্শদীপ সিং। তাঁর ওভারের প্রথম বলেই আউট হন পল স্টার্লিং। আইরিশ অধিনায়কের ক্যাচ ধরতে ভুল করেননি ঋষভ পন্ত। ৬ বলে ২ রান করে মাঠ ছাড়েন স্টার্লিং। আয়ারল্যান্ড দলগত ৭ রানে ১ উইকেট হারায়। একই ওভারে দুই আইরিশ ওপেনারকে সাজঘরে ফেরালেন আর্শদীপ সিং। ২.৬ ওভারে আর্শদীপের বলে বোল্ড হয়ে মাঠ ছাড়েন অ্যান্ডি বলবির্নি। ১০ বলে ৫ রান করেন তিনি। আয়ারল্যান্ড দলগত ৯ রানে ২ উইকেট হারায়। আর্শদীপ ২ ওভারে ৫ রান খরচ করে ২টি উইকেট তুলে নেন। সপ্তম ওভারে বল করতে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। তিনি বল হাতে নিয়েই ভারতকে সাফল্য এনে দেন। ৬.৫ ওভারে হার্দিকের বলে বোল্ড হয়ে মাঠ ছাড়েন লরকান টাকার। ১৩ বলে ১০ রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। আয়ারল্যান্ড ২৮ রানে ৩ উইকেট হারায়। অষ্টম ওভারে জসপ্রীত বুমরাহর বলে আউট হন হ্যারি টেক্টর। ১৬ বলে ৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন হ্যারি। আয়ারল্যান্ড ৩৬ রানে ৪ উইকেট হারায়। ৮.৬ ওভারে হার্দিকের বলে উইকেটকিপার ঋষভ পন্তের দস্তানায় ধরা পড়েন কার্টিস ক্যাম্ফার। আয়ারল্যান্ড ৪৪ রানে ৫ উইকেট হারায়।৯.৪ ওভারে সিরাজের বলে বুমরাহর হাতে ধরা পড়েন ডকরেল। ৫ বলে ৩ রান করেন তিনি। আয়ারল্যান্ড ৪৬ রানে ৬ উইকেট হারায়।

১০.১ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার বলে শিবম দুবের হাতে ধরা পড়েন মার্ক আডায়ার। ২ বলে ৩ রান করেন তিনি। আয়ারল্যান্ড ৪৯ রানে ৭ উইকেট হারায়। ১২তম ওভারে প্রথমবার স্পিন আক্রমণ শানায় ভারত। বল করতে আসেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি বল হাতে নিয়েই সাফল্য এনে দেন দলকে। ১১.২ ওভারে অক্ষরের বলে তাঁর হাতেই ফিরতি ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন ম্যাককার্থি। শূন্যরানে আউট হন তিনি। আয়ারল্যান্ড ৫০ রানে ৮ উইকেট হারায়। ১৪.২ ওভারে ফের উইকেট পান জসপ্রীত বুমরাহ। বুমরাহর বলে বোল্ড হয়ে মাঠ ছাড়েন জোশ লিটল। ১৩ বলে ১৪ রান করেন তিনি। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ৯ উইকেটে ৭৯ রান। শেষ বলে ফ্রি-হিটে রান-আউট হন ডেলানি। আয়ারল্যান্ড ১৬ ওভারে ৯৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ৪ বলে ২ রান করে নট-আউট থাকেন বেন হোয়াইট। জয়ের জন্য ভারতের দরকার ৯৭ রান। ৯৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ওপেন করতে নামেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। প্রথম থেকেই ব্যাটে ঝড় তুলতে শুরু করেন রোহিত। কিন্তু হতাশ করেন কোহলি। ম্যাচের ২.৪ ওভারে আডায়ারের বলে বড় শট নেওয়ার চেষ্টায়

থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে বেন হোয়াইটের হাতে ধরা পড়েন বিরাট। ৫ বলে ১ রান করে সাজঘরে ফেরেন কোহলি। ভারত ২২ রানে ১ উইকেট হারায়। ব্যাট করতে নামেন ঋষভ পন্ত। এরপরই ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করতে থাকেন রোহিত-পন্থ। ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৩৬ বলে ব্যক্তিগত হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রোহিত শর্মা। ১০ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ১ উইকেটে ৭৬ রান। ৩৭ বলে ৫২ রান করেছেন রোহিত। রোহিত ১০ ওভারের শেষে কাঁধে সমস্যা অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন। ব্যাট করতে নামেন সূর্যকুমার যাদব।

১১.৪ ওভারে বেন হোয়াইটের বলে বড় শট নেওয়ার চেষ্টায় ডকরেলের হাতে ধরা পড়েন সূর্যকুমার যাদব। ৪ বলে ২ রান করেন তিনি। ভারত ৯১ রানে ২ উইকেট হারায়। ১২.২ ওভারে ব্যারি ম্যাককার্থির বলে ছক্কা হাঁকিয়ে ভারতকে জয় এনে দেন ঋষভ পন্ত। আয়ারল্যান্ডের ৯৬ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। ৪৬ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ম্যাচ জেতে টিম ইন্ডিয়া। ২৬ বলে ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন পন্ত। তিনি ৩টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন।

এই নিয়ে টানা ছ'বার, ফের নির্বাচনে হারলেন 'পাহাড়ি বিছে' বাইচুং ভুটিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফের হারলেন বাইচুং ভুটিয়া (Bhaichung Bhutia) | ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে নাম লেখান এই ফুটবল তারকা। তারপর কখনও বাংলায় শাসক দল তৃণমূলের হয়ে তো কখনও সিকিমে নিজের দল গড়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন। কিন্তু কখনই মানুষের আশীর্বাদে জিততে পারেননি তিনি। এবারও সিকিমের নির্বাচনে হেরে পরপর ৬টি নির্বাচনে হারের লজ্জার রেকর্ড গড়লেন বাইচুং। ফুটবল ময়দানে তিনি যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন রাজনীতির ময়দানে ঠিক ততটাই ব্যর্থ তিনি। এবারে সিকিমের বরফুং কেন্দ্র থেকে তিনি ৪৩৪৬ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার (SKM) প্রার্থীর কাছে। বাইচুংকে হারিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার রিকশল দর্জি ভুটিয়া। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৮৩৫৮। বাইচুং পেয়েছেন ৪০১২ ভোট। কার্যত তাঁকে খড়কুটোর মতোই উড়িয়ে দিয়েছে এসকেএম প্রার্থী। ৩২ কেন্দ্রের সিকিমে, ৩১টি আসনেই জিতেছে সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রার্থীরা, ফলে এক্ষেত্রে ভাইচুংয়ের কাছে কাজটা কঠিনই ছিল।

১৮ মাস মাঠের বাইরে, এখন ওমানের ক্যাপ্টেন এই ক্যান্সারজয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা: পুরুষদের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে (T20 Cricket World Cup) নামিবিয়ার(Namibia) বিরুদ্ধে গ্রুপ স্টেজের ম্যাচের মধ্য দিয়েই আগামীকাল নিজেদের যাত্রা শুরু করছে ওমান (Oman)। তাঁর আগে এক সাক্ষাৎকারে ওমানের জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন আকিব ইলিয়াস(Aqib Ilyas) বললেন, 'আমার মনে হয়েছিল আমার জীবন এবং ক্রিকেট দুটোই শেষ হয়ে গেল।' ৩১ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন হয়েছেন। তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি সেই মুহূর্ত যখন ডাক্তার হাতে তাঁর এক্স-রে এবং সিএটি (CAT) স্ক্যান রিপোর্ট নিয়ে জানান, তাঁর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে যে তীব্র ব্যাথা হচ্ছে সেটি আসলে একটি ক্যান্সারজনিত টিউমার।

দলের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ও লেগ ব্রেক বোলার জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। আগামীকাল নামিবিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামার আগে তিনি জানান, এই খবরে তিনি ভয়ে অবশ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, '২০২১ সালে টি-২০ বিশ্বকাপের কয়েকমাস আগে আমি আমার এক কাছের বন্ধুকে হারাই এই একই অসুখের কারণে। ডাক্তার যখন আমার অসুখের খবর জানায়, আমার পুরো পৃথিবী যেন তছনছ হয়ে যায়। প্রথম চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল যে আমি আদৌ বাঁচব তো! আমার মনে হয়েছিল আমি আর ক্রিকেট খেলতে পারব না কোনদিন।'কিন্তু সব প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রায় ১৮ মাস বাদে আবার ক্রিকেটে ফিরেছিলেন তিনি বহাল তবিয়তে। আগামীকাল টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচে নামিবিয়ার (Namibia) বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন আকিব। চলতি বিশ্বকাপে তাঁদের প্রথম ম্যাচে জয়ের গুরুদায়িত্ব যে অনেকটাই বর্তাবে দলের এই ক্যান্সারজয়ী ক্যাপ্টেনের ওপরে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

দলকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন রোহিত-বিরাটরা! কেন এমন মন্তব্য পাঠানের?

নিজস্ব সংবাদদাতা: রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা দলকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন, এমনই মন্তব্য করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান।

২০০৭-এর টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। তারপর আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ওই বিশ্বকাপে ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন পাঠান। মাত্র ১৬ রান দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন তিনটি উইকেট। ভারতীয় দলের শক্তি নিয়ে আশাপ্রকাশ করলেও ইরফান দলের ভারসাম্য নিয়ে চিন্তিত। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী তারকার মতে, 'ভারতীয় দলের ব্যাটারদের মধ্যে রোহিত, বিরাট বা সূর্যকুমার বোলিং করতে পারেন না। যদি ওঁদের মধ্যে কেউ বল করতে পারতেন, তা হলে কোনও সমস্যা ছিল না। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওঁদের জন্য দলটি ভারসাম্য হারিয়েছে। এটা আমাদের দলকে একদিক দিয়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে কথা বলি, কিন্তু ইংল্যান্ড দলে মোট সাতজন অলরাউন্ডার রয়েছে। টি২০ ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করলে হবে না, সবই দরকার।' পাঠানের সংযোজন, 'যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণ প্লেয়ার ভারতের কাছে বিকল্প হতে পারে। কিন্তু ওকে নেটে বল করতে দেখা যায়, মাঠে বল করে না। শিবম দুবেও নিয়মিত নেটে বল করে। বিশ্বকাপে ওকে দিয়ে দুই-এক ওভার বল করানো যায়।' তবে ইরফান পাঠান এমন বললেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার জন্য বিরাট, রোহিতদের চওড়া ব্যাটেই ভরসা রাখছেন দেশবাসী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96